

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের
নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৮ ইমারী



তায়কিয়াতুন নাফস আর্কাইভ-২০১৮

দাওয়াহ ইলান্নাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৮ ঈসায়ী

সূচিপত্র

দেহে বিপ্লব ঘটান আগে দেশে বিপ্লব ঘটবে কি করে???	৫
উপকারহীন দশটি বিষয় !!!	৭
মুসলিম উম্মাহর ঐক্য তৈরীতে আশা করি পোস্টটা উপকারি হবে ইংশাআল্লাহ ..	৯
গোপন নেক আমল : আখেরাতের অন্যতম পাথেয়	১২
আকাবিরের মূল্যবান বাণী - ০১	১৬
অন্তরের ব্যাধি	১৮
আকাবিরের মূল্যবান বাণী - ০২	২২
আকাবিরের মূল্যবান বাণী - ০৩	২৫
আকাবিরের মূল্যবান বাণী - ০৪	২৭
আকাবিরের মূল্যবান বাণী - ০৫	২৯
আকাবিরের মূল্যবান বাণী - ০৬	৩১
আকাবিরের মূল্যবান বাণী - ০৭	৩৩
আকাবিরের মূল্যবান বাণী - ০৮	৩৫
আকাবিরের মূল্যবান বাণী - ০৯	৩৭
হযরত ইব্রাহীম আদহাম (রহ.) এর উপদেশাবলি	৩৯
আকাবিরের মূল্যবান বাণী - ১০	৪১
হে যুবক! এখনও কি সময় হয়নি?	৪৩
আকাবিরের মূল্যবান বাণী - ১১	৪৭
আকাবিরের মূল্যবান বাণী - ১২	৫০
আকাবিরের মূল্যবান বাণী - ১৩	৫২
ইসলামে শিষ্টাচারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	৫৪

আকাবিরের মূল্যবান বাণী -১৪	৬৮
দুটি শিক্ষণীয় ঘটনা	৭১
আকাবিরের মূল্যবান বাণী -১৫	৭৩
কয়েকটি ঘোড়া ও একটি ছাগল	৭৬
আকাবিরের মূল্যবান বাণী : ১৬	৭৮
আকাবিরের মূল্যবান বাণী : ১৭	৮০
অন্তরে প্রশান্তি লাভের পরিস্থিতি একটি আমল	৮২
গোপন গুনাহ : মৃত্যুর সময় করুণ পরিণতি ডেকে আনতে পারে	৮৫

দেহে বিপ্লব ঘটাব আগে দেশে বিপ্লব ঘটবে কি করে???

fair of jihad

Junior Member

০২-০১-২০১৮

আমরা স্বপ্ন দেখি একটি ভোরের, এমন একটি সূর্যদয়ের; যার আলোক রশ্মিতে কেটে যাবে কুফুরের কালো অমানিশা রাত্রি।

সেই প্রভাতের অপেক্ষায় আমরা অপেক্ষমান; যে প্রভাত বিলিন করে দিবে জুলুমের অস্তিত্ব, মুছে দিবে মাজলুমানের কস্টের সব গ্লানি।

আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রয়োজন একটি বিপ্লবের। মহা বিপ্লব! যে বিপ্লবে উদিত খিলাফাতের সূর্য। যে সূর্য চামচিকা আর ছতুম পেঁচাদের গা জ্বালার কারণ হবে। এই বিপ্লব আসমানের কোন এন্জেল এসে ঘটাবে না। আমাদেরই মাঠে নামতে হবে।

আর আমাদের এই বিপ্লব ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ভূখণ্ডে সফলতার মুখ দেখবে না যতক্ষণ না আমরা আমাদের নিজের মাঝে বিপ্লবের মূল বিষয় বাস্তবায়ন করতে পারছি।

আল্লাহর বিধান আমরা আল্লাহর জমিনে কায়েম করতে চাই কিন্তু যদি আমার নিজের মাঝেই খোদার বিধান কায়েম না থাকে তাহলে কোন শক্তিতে আমি এই বিপ্লব ঘটাবো!

শরীয়ত প্রতিষ্ঠা আমাদের উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব। এখন আমি নিজেই যদি শরীয়ত অনুযায়ী জীবন যাপন না করি, তাহলে পারবো কি আমি আমার মানষিলে মাকসাদে পৌঁছতে?

জাতির মাঝে বিপ্লব ঘটানোর পূর্বে নিজের মাঝে বিপ্লব ঘটানোর উত্তম দৃষ্টান্ত আমাদের বড়দের মাঝে রয়েছে।

আমাদের নিকটবর্তী আকাবির হাসানুল বান্না, সায়্যিদ কুতুব, শহীদ আব্দুল্লাহ আযযাম, ইমাম আনওয়ার আল আওলাকি, আমীরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ, মুজাহিদদে জামান শায়েখ ওসামা বিন লাদেন (রহিমাহুমুল্লাহ)

প্রমুখের জীবনীতে রয়েছে নিজ দেহে বিপ্লব ঘটানোর আশ্চর্য দৃষ্টান্ত। হাকীমুল উম্মাত আইমান আয জাওয়াহিরি (হাঃ) ভারত উপমহাদেশে আলকায়দার শাখা ঘোষণা কালীন ভিডিও বক্তব্যে মুজাহিদদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেনঃ "হে আমার ভাইয়েরা! উম্মাহকে জুলুমের হাত থেকে বাঁচানোর পূর্বে নিজের উপর জুলুম(পাপ) বন্ধ করুন"।

মানব দেহে বিপ্লব ঘটানোর সবশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল "তাকওয়া" (আল্লাহর ভয়)। মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে হলে নিজেকে রবের দাসত্বে বিলীন করে দিতে হবে।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে সিরাতুল মুসতাকিমের পথ দেখান। তাঁদের পথ যাদের উপর আপনি নেয়ামত বর্ষণ করেছেন।

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮৮৪৫>

উপকারহীন দশটি বিষয় !!!

Tahmid

Senior Member

০৬-২২-২০১৮

আল ফাওয়াঈদ কিতাবের ১৬১-১৬২ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন- এমন দশটি বিষয় রয়েছে যাতে কোন উপকারিতাই নেই।

১.সেই জ্ঞান যা কাজে পরিণত করা হয় না।

২.সেই কাজ যাতে ইখলাস নেই এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

৩.সেই সম্পদ যা জমা করে রাখা হয় কিন্তু এর মালিক দুনিয়াতেও ভোগ করতে পারে না, আবার আখেরাতেও কোন পুরস্কার পায় না।

৪.সেই অন্তর যাতে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা নেই; আল্লাহর নৈকট্য লাভের ইচ্ছা নেই।

৫.সেই শরীর যা আল্লাহকে মান্য করে না, আল্লাহর পথে চলে না।

৬.আল্লাহর প্রতি সেই ভালবাসা যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি চাওয়া হয় না।

৭.সেই সময় যা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে পাপের কাফফারা আদায়ে অথবা হালাল, সওয়াবপূর্ণ কাজ করার সুযোগ তালাশে ব্যয় হয় না।

৮.সেই অন্তর যা এমন কিছু নিয়ে ভাবে যেগুলো কোন উপকারেই আসে না।

৯.তাদের পক্ষ নিয়ে কাজ করা যারা আল্লাহর পথে চলতে সহায়তা করে না, আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করে না কিংবা কোন উপকার সাধন করার ক্ষমতা রাখে না।

১০.এমন কাউকে ভয় করা যে কোন উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না, জীবন কিংবা মৃত্যু দিতে পারে না, আল্লাহর কর্তৃত্বাধীনে বাস করে বেঁচে থাকে এবং যার কপাল (ভাগ্য-ভাল-মন্দ) আল্লাহর ইখতিয়ারে।

শাইখ ড. আবদুল্লাহ আযযাম রহ. এর লেখা “যুবক ভাইদের প্রতি বিশেষ বার্তা ” থেকে।

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০০৬৪>

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য তৈরীতে আশা করি পোস্টটা উপকারি হবে ইংশাআল্লাহ

কালো পতাকা

Senior Member

০৮-২৬-২০১৮

শাইখ আবু ইয়াহিয়া আল লিবি রহিমাহুল্লাহর কিছু উপদেশ যা বাংলাদেশী ভাইদের জন্যও অত্যন্ত জরুরী।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর। তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপরও।

এই কয়েকটি উপদেশ ঐসকল মুজাহিদ ভাইদের প্রতি, যারা আফগান মুজাহিদবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত, অথবা যারা স্বীয় ভাইদের সাথে শরীক হতে অচিরেই আফগান বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হবেন।

প্রিয় ভাইদেরকে অবগত করছি, আমি এখানে যেসমস্ত শরয়ী মাসআলাসমূহ আলোচনা করবো, তার প্রতিটি কথার পক্ষেই আলেমদের উদ্ধৃতি ও শরয়ী দলীল রয়েছে, কিন্তু কলেবরবৃদ্ধির আশঙ্কায় সেগুলো এখানে আনিনি। তাই আপনি প্রশান্তমনে এগুলো গ্রহণ করতে পারেন।

আমরা আমাদের জন্য এবং আপনাদের জন্য আল্লাহর নিকট সঠিকের দিকনির্দেশনা, তারতাওফীক, কথা ও কাজের সংশোধন এবং তার গ্রহণযোগ্যতা প্রার্থনা করি।

সর্বদা আপনার ভাইদের সাথে মিশে থাকতে আগ্রহী হোন, কোন কথা বা কাজে তাদেরসবার থেকে ভিন্নতা অবলম্বন করবেন না। যতটুকু সম্ভব তাদেরকে সম্বৃত্ত রাখুন। ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে আমার যেটা অবলম্বন করেন সেটাকেই মানাওয়াজিবা চাই তা মারকাযে থাকাকালীন বা অভিযানে যাত্রাকালীন অথবা অন্য যেকোন অবস্থাতেই হোকনা কেন। এমনকি যদি আপনার মতটি এর থেকে বিপরীত হয়, তবুও। যেমন, নামায আদায়ের সময়, দুই নামায এক সাথে জমা

করা, নামায পূর্ণ করা বা কসরকরা, জামাতে নামায পড়া বা একাকী পড়া, কোন অভিযান বা কাজের জন্য রোজা বর্জনকরা, বা এজাতীয় বিষয়ে।

‘তহাবি’ কিতাবের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনে আবিল ইজ্জ রহ: বলেন, “কিতাব-সুন্নাহর বর্ণনাসমূহ ও সালাফের ইজমা প্রমাণ করে, ইজতিহাদের স্থানসমূহে দায়িত্বশীল, নামাযের ইমাম, বিচারক, যুদ্ধের সেনাপতি ও যাকাত উসূলকারীশ্রেণীর কথাই অনুসরণীয় হবে। ইজতিহাদী বিষয়বালীর ক্ষেত্রে তাদের অনুসারীদেরআনুগত্য করা তাদের উপর ওয়াজিব নয় বরং তাদের অনুসারীদের উপরই ওয়াজিব হলতাদের আনুগত্য করা এবং তার মতের সামনে নিজেদের মতকে বর্জন করা। কারণ ঐক্য ওসমঝোতার উপকারীতা এবং বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার ক্ষতি শাখাগত মাসআলাসমূহেরব্যাপারগুলো থেকে অনেক বড়।”

আফগানমুজাহিদদের সাথে চলতে গিয়ে এই বিষয়টির প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত:আফগান মুজাহিদগণ হানাতী মাযহাব মেনে চলেন। এটি আহলুস সুন্নাহর চারটিগ্রহণযোগ্য মাযহাবের একটি। তাই প্রতিটি মুজাহিদ যেন ঘৃণা ও বিবেদসৃষ্টির মতশাখাগত মাসআলাসমূহের ব্যাপারগুলোর উপর ঐক্য ও সম্প্রীতির কল্যাণকেপ্রাধান্য দেন। এমনকি যদি কোন সুন্নাহ বা মুস্তাহাব বর্জন করতে হয় তবুও। কারণ এর বিপরীতে মুহাজিরদের প্রতি তাদের অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি হবে এবং তাদেরমাঝে অনৈক্য সৃষ্টি হবে। সুতরাং এহেন অবস্থায় রুকুর্ পূর্বে ও পরে হাত উঠানোছেড়ে দিলে, তশাহুদদের মাঝে শাহাদাত আঙ্গুল নাড়ানো ছেড়ে দিলে, জোরে আমীনবলা ছেড়ে দিলে, সিজদার জন্য হাতে ভর না দিয়ে হাটুতে ভর দিলে বা এজাতীয়কাজগুলো বিসর্জন দিলে কোনই শরয়ী সমস্যা নেই। বরং যদি এগুলো পরিত্যাগ করারদ্বারা তার উদ্দেশ্য হয় সকলের মনোতুষ্টি ও ইখতিলাফ দূরকরা, তাহলে এর দ্বারাসে সওয়াব প্রাপ্ত হবে। এটাই ফিকহ।

যেমন ইমাম বুখারী রহ: কা’বা ঘর (পুন:নির্মাণের উদ্দেশ্যে) ভাঙ্গার ইচ্ছাত্যাগ করা সংক্রান্ত হাদীসটির ব্যাপারে অধ্যায় সাঁজিয়েছেন এভাবে- ‘অধ্যায়:যে এই ভয়ে জায়েয বিষয়কে পরিহার করে যে, মানুষ তা বুঝে উঠতে পারবে না, ফলে মানুষ এর থেকেও জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে’।

যেসকলক্ষেত্রে ইসলামের সরাসরি বিরোধিতা হয় না, সেক্ষেত্রে দলের লোকজনের অভ্যাস ও রীতি-নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। যেমন: কিবলার দিকে দুই পা

দিয়ে না ঘুমানো বা এজাতীয় কাজগুলো। সাথে সাথে তাদের আলেমদের সম্মান করতে হবে। কারণ আলেমরা মানুষের অন্তরের চাবিকঠি।

নামাযে যথাসম্ভব তাদের কারীদেরকে সামনে দেওয়া, মাযহাবের আলোচনা বা তাদেরইমামদের সমালোচনা না করা এবং তাদের মাঝে যে ফাতওয়া প্রচলিত তাকে হালকা করা থেকে বেঁচে। যদি তাদের কোন আলেম বা তালিবুল ইলমের সাথে আলোচনা উঠে, তাহলেউক্ত আলোচনা হওয়া উচিত বিশুদ্ধ ইলম, শ্রদ্ধাবোধ, শিষ্টাচার ও আন্তরিকতারসাথে। কোন ধরনের উত্তেজনা, মিথ্যা অপবাদ, গালি-গালাজ ও আত্মগর্ব বা অহংকার থাকতে পারবে না।

লিখেছেনঃ আবু ইয়াহুইয়া আল লিবি রহিমাহুল্লাহ

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৫১৩>

গোপন নেক আমল : আখেরাতের অন্যতম পাথেয়

[abudujanah](#)

Senior Member

০৮-২৯-২০১৮

কোন বান্দা আখেরাতের পাথেয় হিসেবে যত কিছু সঞ্চয় করে রাখতে পারে তার মধ্যে অন্যতম হল 'গোপন নেক আমল'। আরবিতে যাকে বলে **الخبیئة الصالحة** - আলখাবিআতুস সালিহা। এমন নেক আমল যা সম্পর্কে সে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। হতে পারে আমলগুলো খুবই ছোট। কিন্তু তা সম্পর্কে যেহেতু আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না তাই সেই আমলগুলো অবশ্যই আল্লাহর কাছে 'মকবুল' হবে।

হতে পারে তা শেষ রাতের কয়েক রাকাত নামায। কিংবা রাতের শেষ প্রহরের ইস্তেগফার কিংবা নফল রোযা বা কোন এতিম বা কোন বিধবাকে দেয়া কিছু গোপন সাদাকা কিংবা বন্দি কোন মুসলিম ভাই কিংবা বোনকে করা একটু সহায়তা। কিংবা ঋণগ্রস্ত কোন ভাই বা বোনের ঋণ পরিশোধ করে দেয়া ইত্যাদি। যে আমলগুলো এমন ভাবে করা হয়েছে যে তা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

এ সব গোপন নেক আমল আল্লাহর প্রতি পাকা ঈমানের দলিল। কারণ, মুনাফিক কখনো গোপন নেক আমল করতে পারে না।

হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম রাযি. থেকে বর্ণিত , রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من استطاع منكم ان يكون له خبء من عمل صالح فليفعل

*-তোমাদের মধ্যে কেউ কিছু গোপন নেক আমল সঞ্চয় করে রাখতে পারলে সে যেন তা করে।-সহীহ আল জামে

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত গুহায় আটকে পড়া বনি ইসরাইলের তিন ব্যক্তির ঘটনা আমাদের সবারই জানা। রিয়াদুস সালেহীনেও (হাদিস : ১২) ঘটনাটি এসেছে। সেখানে গুহায় আটকে পড়ার পর সেই তিন ব্যক্তি তাদের গোপন নেক

আমলের উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাদের দোয়া কবুলও করেছিলেন।

এবার আমরা নিজেরা একটু ভেবে দেখি, আমাদের এমন কোন নেক আমল আছে কি যা আমরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় করেছি। যে আমল সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ জানে না। কোন বিপদে পড়লে আমরা কি বলতে পারব, হে আল্লাহ! আমাকে উম্মুক নেক আমলের উসিলায় বিপদ থেকে উদ্ধার করুন, যা আমি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টি লাভের আশায় করেছিলাম।

যদি থাকে তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ আর যদি না থাকে তাহলে এখনই নিজের জন্য এমন বেশ কিছু গোপন নেক আমল সঞ্চয় করুন।

আমরা যদি সচেতন হই তাহলে আমাদের নফল আমলগুলোর মধ্যে অধিকাংশ আমলগুলোকেই খাবিয়া তথা গোপন নেক আমলে পরিনত করতে পারি।

আমরা আমাদের নেক আমলগুলোকে যত বেশি গোপন রাখব তার মূল্য আল্লাহর কাছে তত বেশি হবে এবং তা শয়তানের ঝুঁকি থেকেও তত বেশি মুক্ত থাকবে।

আমাদের সালাফদের একজনের মন্তব্য, মানুষ* তার গুনাহকে যে ভাবে গোপন রাখে নেক আমল গুলোকেও ঠিক ওভাবেই গোপন রাখা উচিত। বরং তা আরো বেশি গোপন রাখা উচিত।

গোপন নেক আমলের ওসিলায় ফিতনা ও পরীক্ষার সময় দ্বীনের উপর অবিচল থাকা সহজ হয়।

শাইখ আব্দুল আজিজ আত তারিফী হাফি: বলেন, আমল যত গোপনে করা হবে এর মাধ্যমে দ্বীনের উপর তত বেশি দৃঢ়তা আসবে। ঠিক যেমন পেরেক কাঠের যত গভীরে পোঁতা হয়তা তত বেশি মজবুত হয়।

এজন্য আমাদের উচিত নেক আমল যথাসম্ভব অন্যদের থেকে গোপন রাখার চেষ্টা করা।

হযরত জয়নুল আবেদীন বিন হুসাইন রাহি:র মৃত্যুর পর তার পিঠে বোঝা বহনের চিহ্ন পাওয়া যায়। অথচ জীবদ্দশায় তাঁকে কখনো কোন কিছু বহন করতে দেখা যায়নি। কিছুদিন পর যখন দেখা গেল তার এলাকার বেশ কিছু ঘরের লোকজন বলতে শুরু করল যে, তার মৃত্যুর পূর্বে কে যেন রাতের বেলা আমাদের ঘরের

সামনে খাবারদিয়ে যেত এখন তা বন্ধ হয়ে গেছে। তখন সবাই বুঝতে পারল যে এটা হযরত যাইনুল আবেদীন রহ.রই কাজ। তিনিই রাতের বেলা খাবারের বোঝা বহন করে এতিম ও বিধবাদের ঘরের সামনে রেখে আসতেন।

হযরত দাউদ বিন আবু হিন্দ রহ. দীর্ঘদিন পর্যন্ত নফল রোজা রেখেছেন। কেউ জানতনা যে তিনি রোজা রাখেন। বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে বাজারের দিকে চলে যেতেন। বাজারে গিয়ে খাবার অন্যদেরকে দিয়ে দিতেন। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি এসে খাবার খেতেন। বাজারের লোকজন ভাবতো বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছেন। আর বাড়ির লোকজন ভাবতো বাজারে গিয়ে খেয়েছেন।

হযরত আইয়ুব সাখতিয়ানী রহ. রাতে দীর্ঘ সময় নামাযে কাটাতেন। কিন্তু শেষ রাত হলে একটু উচ্চ স্বরে তেলাওয়াত করতে শুরু করতেন মনে হত যেন এই মাত্র জেগেছেন।

ইমাম মালেক রহ.র ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ. বলতেন, তাঁর মতো এত উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন অন্য কাউকে আমি দেখিনি।

তিনি যে খুব বেশি নফল নামায পড়তেন, রোযা রাখতেন এমন নয় তবে তাঁর প্রচুর গোপন নেক আমল ছিল।

ইমাম ইবনুল জাউযী রহ. বলেন, আমি এমন বহুলোক দেখেছি যারা নফল নামাজ, নফলরোজা ও অন্যান্য আমল অনেক করেন। কথাবার্তায় মনে হয় যেন খুব বিনয়ী। কিন্তু মানুষের অন্তরে তাদের প্রতি তেমন কোন আকর্ষণ নেই। এর বিপরীত এমনকিছু লোকও দেখেছি যারা বাহ্যত তত বেশি নফল নামাজ, নফল রোজা ও অন্যান্য আমল করেন না। কিন্তু তাদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা সীমাহীন। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে যা পেয়েছি তা হল, গোপন নেক আমল।

গোপন নেক আমলের বিপরীত হলো গোপন গুনাহ। যা মানুষের দৃষ্টির আড়ালে করা হয়। যা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই জানেন। অন্য কেউ জানে না।

সালাফদের মধ্য হতে কোন একজন আলেম বলেছেন, কোন মুমিন গোপন গুনাহে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে বড় কোন বিপদে পড়তে পারে না। আর এর একমাত্র প্রতিষেধক হল গোপন নেক আমল।

এজন্যই হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, তোমরা বেশি পরিমাণে গোপন নেক আমল কর। কারণ সবারই কিছু না কিছু গোপন গুনাহ থাকে।

আমাদের থেকে যখনই কোন গোপন গুনাহ হয়ে যাবে সাথে সাথে বেশ কিছু গোপন নেক আমল করে ফেলব। তাহলে ইনশাআল্লাহ সেই গোপন নেক আমলের উসিলায় আল্লাহ তা'আলা গোপন গুনাহের কুপ্রভাব এবং শাস্তি থেকে রেহাই দেবেন।

গোপন নেক আমলের কিছু নমুনা

নিজের ঘরে বা অন্য কোথাও একা থাকা কালে নফল নামায পড়া। বিশেষ করে শেষরাতে নামায পড়া। মনোযোগ সহকারে কোরআন তেলাওয়াত করা। দোয়া করা। নিজের জন্য। অন্য ভাইদের জন্য। সকল মুসলমানদের জন্য। নিজের গুনাহের কথা স্মরণ করে চোখ থেকে এক দু' অশ্রু ফেলা।

নফল রোযা রাখা। প্রতি সোমবার ও বুহ:পতি বার। আরবি মাসের মাঝামাঝি তিন দিন।

নফল সাদাকা করা। দীনদার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যারা বাহ্যতঃ সচ্ছল কিন্তু মূলত অসচ্ছল তাদেরকে সাদাকা করা।

দীনের এমন কাজে সাদাকা করা যেখানে খুব কম মানুষই সাদাকা করে। যে কাজের সাথীরা কারো কাছে প্রয়োজনের কথা বলতেও পারেন না। অথচ প্রয়োজন অনেক বেশি।

পশু, পাখি, পোকামাকড় ইত্যাদি থেকে কষ্ট দূর করা। তাদের জন্য খাবার ও পানীয়ের ব্যবস্থা করা।

বাহ্যত সচ্ছল কিন্তু ঋণগ্রস্ত এমন কোন ভাইয়ের ঋণ গোপনে পরিশোধ করে দেয়া।

অন্যায ভাবে বন্দী ভাইদের মুক্তির জন্য চেষ্টা করা। এ কাজে অর্থ ব্যয় করা। তাদের পরিবার-পরিজনের পিছনে অর্থ ব্যয় করা।

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৫৩৬>

আকাবিরের মূল্যবান বাণী - 01

[abudujanah](#)

Senior Member

১০-০৫-২০১৮

قال سيدنا أبوبكر الصديق رضي الله عنه : احرص على الموت توهب لك الحياة.

০১ - (শাহাদাতের) মৃত্যুর প্রতি লালায়িত হও তাহলে প্রকৃত জীবন লাভ করবে।
- হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি.

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: كل من ادعى أنه يحب الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كذب . مجموع الفتاوى : ٨/٣٦٠

০২ - যে ব্যক্তি দাবি করে যে, সে আল্লাহকে ভালবাসে অথচ (জীবনের সকলক্ষেত্রে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে না সে নিশ্চিত মিথ্যাবাদী।

-ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.

মাজমূউল ফাতাওয়া : ৮/৩৬০

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ : «لَا شَيْءَ أَفْسَدُ لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ مِنَ الْعُجْبِ وَرُؤْيَةِ النَّفْسِ.» الْفَوَائِدِ || ١ / ١٥٢

০৩- নেক আমল নষ্ট করার জন্য আত্মতুষ্টি এবং 'নিজের প্রতি নজর' অপেক্ষা বড় কিছু নেই।

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.

আল ফাওয়ায়েদ : ১/১৫২

علامه انور شاه کشمیری رح کہا کرتے تھے:

অন্তরের ব্যাধি

আনা আব্দুল্লাহ

Junior Member

১০-০৫-২০১৮

অন্তরের ব্যাধির কথা জিজ্ঞেস করলে অনেক মুজাহিদ ভাই বলেন যে, তাঁদের মধ্যে “আমি জিহাদ বুঝে গেছি, নাজাত পেয়ে গেছি, বড় কিছু হয়ে গেছি, আমি জিহাদের কাজের সাথে জড়িত আছি, বা আমি বিশেষ কিছু হয়ে গেছি” এমন মনোভাব আসে।

তো আমাদের মাঝে এমন মনোভাব আসে কেন? এর কারণ কী? আর এটা কীভাবে দূর করা যায়?

উত্তরঃ এর একটি কারণ হলো বর্তমান যুগের ট্রেন্ড। বর্তমান যুগে অহমিকা, ঔদ্ধত্য ও প্রদর্শন করার ইচ্ছাকে একটা ভালো গুণ হিসাবে দেখানো হয়। মিডিয়া, কালচার, ও সোসাইটির মাধ্যমে এই ধরনের আচরণকে উৎসাহিত করা হয়। “তুমি কতো আলাদা, তুমি কতো ভালো, তুমি কতো স্পেশাল – এটা সবাইকে জানাও, এতেই তোমার ক্রেডিট।” এরকম একটা মেসেজ দেয়া হয়। সামাজিক গণমাধ্যম আত্মমুগ্ধতার এই প্রবণতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়।

তো আমার মনে হয়, আমাদের এটা পুরো সমাজকে প্রভাবিত করেছে, বিশেষ করে তরুণদের। আর আমাদের ভাইরা তো এই সমাজেরই অংশ। সুতরাং, এই জাহালতটা আগে থেকেই অনেকের মধ্যে থাকে, যেটার পরে ‘ইসলামীকরণ’ ঘটে এভাবে – আমি জিহাদ বুঝেছি, আমি বাকি সবার চেয়ে ভালো, আমি অনেক নেককার, ইত্যাদি।

আরেকটি কারণ থাকতে পারে বলে আমার মনে হয়েছে। সেটি হলো – বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মাঝে দ্বীনি ইলমের অনেক ঘাটতি আছে। এটা আকিদা, ফিকহ, ইসলামী ইতিহাস, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী – সবদিকেই। একজন জিহাদ বুঝা ভাই এসব বিষয়ে আলহামদুলিল্লাহ প্রাথমিক পর্যায়েও অনেক কিছু জানতে পারেন। এছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেক বিদাত, কুসংস্কার, ভুল ধারণা, ইত্যাদিও প্রচলিত আছে। জিহাদ বুঝা একজন ভাই যখন এরকম মানুষদের

মাঝে যায় – সেটা হতে পারে মসজিদে, ওয়াজে, মাদ্রাসায়, কিংবা ক্লাসে – তখন সে বাকিদের তুলনায় নিজের অবস্থা দেখে এক ধরনের গর্ব অনুভব করে। আমি এদের চেয়ে কতো এগিয়ে, আমি কতো জানি, আমি ফরজজিহাদ করি আর এরা তো জিহাদ ফরজ হবার কথাই জানে না – এরকম বিভিন্ন ধারণায়তো তাঁর মধ্যে কাজ করে। এর ফলে তাঁর মধ্যে আলোচ্য মনোভাব তৈরি হয়।

এ মনোভাব দূর করার উপায়ঃ

এটা দূর করার অনেক উপায় আছে। তায়কিয়াতুন নফসের সাথে সম্পর্কিত অনেক উপায়ের কথা হয়তো আপনারা বলতে পারেন। আমি এখানে জিহাদের দিক থেকেই একটি উপায় বলি, যেটা আমার কাছে বেশ শক্তিশালী মনে হয়েছে।

ঈমামের সাথে দিনগুলো – লেকচার সিরিজের একটি পর্বে শায়খ আইমান (হাফিজাহুল্লাহ) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। শায়খরা খুরাসানে বসে খবরদেখছিলেন এবং এই সময় টিভিতে ফিলিস্তিনের গাজাতে বিস্ফোভের দৃশ্য দেখানো হচ্ছে। ঐ মুহুর্তে টিভি পর্দায় একজন ফিলিস্তিনী মহিলাকে দেখানো হচ্ছে, যিনি একটি ব্যানার উচিয়ে রেখেছিলেন যাতে লেখা ছিলো – হে উসামা! আমরা তোমার শপথ শুনেছি, আর আমরা অপেক্ষা করছি তোমার পক্ষ থেকে এই শপথ পূর্ণ হবার।

শায়খ উসামা (রাহিমাহুল্লাহ) একটি বিখ্যাত শপথ করেছিলেন – উকসিমুবিলাহিল আযিম...আমেরিকা ও আমেরিকার অধিবাসীরা শান্তি চিনবে না...

সেই মহিলা এই শপথের প্রতি ইঙ্গিত করছিলেন। শায়খ আইমান (হাফিজাহুল্লাহ) বলেন, আমি দেখলাম এটি শায়খের উপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করলো। তাঁর চেহারার রং বদলে গেলো। কিছুক্ষণ পর তিনি উঠে পাশের রুমে গেলেন। তিনি সালাতেদাঁড়ালেন, আর আমরা তাঁর কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম।

সুতরাং, শায়খ উসামা বিন লাদেনের (রাহিমাহুল্লাহ) মতো মুজাদ্দিদ ব্যক্তিও এমন দৃশ্য দেখে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কেঁদেছেন। এর পেছনে ভয় কাজ করেছে – যা করছি তা যথেষ্ট হচ্ছে না, আমরা তো যথেষ্ট করতে পারছি না, হে আল্লাহ! আমরা দুর্বল বান্দারা এই গুরুভার ঠিকমতো বহন করতে পারছি না, এরকম অনেক অনুভূতি নিঃসন্দেহে তাঁর মনের মধ্যে কাজ করছিলো।

চিন্তা করুন, ইনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি সমগ্র কুফফার ও তাওয়াহিতের অন্তরকে আল্লাহর ইচ্ছায় প্রকম্পিত করেছেন, উম্মাহকে নুসরত করেছেন, উম্মাহর গায়রত আর আযীমতের দৃষ্টান্ত কুফফারদের দেখিয়েছেন, আল্লাহ্*র ইচ্ছায় তিনি জিহাদের বাস্তবকে উঁচু করেছেন। দিন শেষে আল্লাহর সামনে সেই লোকও মনে করেছেন – আমি কিছুই করতে পারিনি। আমি যথেষ্ট করতে পারিনি।

তাহলে ভাই, আমরা আসলে কতোটুকু করতে পেরেছি একটু চিন্তা করে দেখুন।

এখনো এই ভূখন্ডে আল্লাহর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) – আমাদের জনমাল, পিতামাতা, সন্তানসন্ততি তাঁর জন্য কুরবান হোক – নিয়ে কটুক্তি করা হচ্ছে, মুওয়াহিদ ও মুজাহিদদের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে, তাঁদের বন্দী করা হচ্ছে, শুধু ভাইদের না মুসলিম বোনদেরও তাগুতের সৈন্যদল বন্দী করছে, নির্যাতন ও অপমান করছে। আমাদের আরাকানী বোনদের সাথে কী হয়েছে তা আমরা জানি, এখনো রোহিঙ্গা ক্যাম্পে তাঁদের উপর কতো ধরনের বামেলা যাচ্ছে, হিন্দে গরুর গোশতের প্রশ্ন তুলে মুসলিমের রক্ত বাড়ানো হচ্ছে, তাওহিদে বিশ্বাসীকে বাধ্য করা হচ্ছে তাগুত রামের নামে স্লোগান দিতে, এর সাথে আরো অনেক কিছু যুক্ত করা যায় – উইঘুর, ফিলিস্তিন, বিলাদ আশ-শাম... আমাদের শত্রুক্রুসেডার ও জায়নিস্টরা ক্রমাগত আমাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ চালাচ্ছে। এক মুহুর্তের জন্যও ছাড় দিচ্ছে না, মনোযোগ সরাচ্ছে না। তাহলে ভাই বলুন, আমরা কী করেছি? কতোটুকু করেছি আর কতোটুকু বাকি আছে? আর কীভাবে আমাদের মধ্যে আত্মতৃপ্তি কাজ করে?

আমাদের ঈমান যদি সালফে সালেহিনের মতো হতো, তাহলে হয়তো রাতে আমাদের আরামের ঘুম হতো না, খাবারের লোকমা আমাদের মুখে রুচতো না। কিন্তু আমাদের অন্তরব্যাধিগ্রস্থ হওয়াতে আমরা এই বাস্তবতাকে ভুলে থাকতে পারছি।

তাই এধরনের কোন মনোভাব নিজের মধ্যে আসলে একবার এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করে দেখা যেতে পারে। যদি সত্যিকার ভাবেই ফরজিয়াত বুঝতাম, জিহাদ বুঝতাম, তাহলে আমাদের আত্মতৃপ্তি থেকে সবচেয়ে দূরে থাকার কথা।

মজিল তো এখনো বহু দূর...কীভাবে এখন বিশ্রামের কথা চিন্তা করা সম্ভব?

- সংগৃহীত (আল্লাহ তা'আলা ভাইকে কবুল করুন এবং সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।)

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১০৭৮>

আকাবিরের মূল্যবান বাণী - 02

[abudujanah](#)

Senior Member

১০-০৯-২০১৮

৬ - كان عمر رضي الله عنه إذا أصابته مصيبة قال : الحمد لله ثلاثاً، الحمد لله بان لم تكن في ديني، الحمد لله بان لم تكن أكبر منها، الحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها.

০৬ - হযরত উমর রাযি.র উপর কোন বিপদ-আপদ এলে তিনি তিনবার আলহামদু লিল্লাহ বলতেন। তিনি বলতেন, বিপদটি যে (আমার পার্থিব বিষয়ে এসেছে) আমার দ্বীনের মধ্যে আসেনি তার জন্য আলহামদুলিল্লাহ। বিপদটি যে আরো বড় আকারের হয়নি তার জন্য আলহামদুলিল্লাহ। বিপদ আসার পর যে সবর করার তৌফিক পেয়েছি তার জন্য আলহামদুলিল্লাহ।

৭ - قال الامام الشافعي رحمه الله : «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْتَحَ اللَّهُ قَلْبَهُ أَوْ يُنَوِّرَهُ؛ فَعَلَيْهِ بِتَرْكِ الْكَلَامِ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ، وَاجْتِنَابِ الْمَعَاصِي، وَيَكُونَ لَهُ خَبِيئَةٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ عَمَلٍ، وَفِي رِوَايَةٍ : فَعَلَيْهِ بِالْخُلُوعِ، وَقِلَّةِ الْأَكْلِ، وَتَرْكِ مُخَالَطَةِ السُّفَهَاءِ، وَبُغْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ لَا يَسْمَعُهُمْ إِنْ صَافُوا أَدَبًا.»

المَجْمُوعُ شَرْحُ الْمُهْتَدِ لِلنَّوَوِيِّ : ১ / ৩১

০৭ - যে ব্যক্তি চায়, আল্লাহ যেন তার অন্তর উন্মুক্ত করে দেন এবং আলোকিত করে দেন তার উচিত, অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে বিরত থাকা। গুনাহ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকা এবং এমন কিছু 'গোপন আমল' করা যা সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানবে না। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তার উচিত নির্জনতা অবলম্বন করা। কম আহার করা। নিরোধ এবং এমন আলেমদের সংশ্রব বর্জন করা যাদের মাঝে ইনসাফ ও দ্বীনী আদব-লেহাজ নেই।

- ইমাম শাফেয়ী রহ.

আল মাজমু' শরহে মুহাযযাব

৪ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : القلب إنما خلق لأجل حب الله

مجموع الفتاوى : ١٠/١٣٤

০৮ - অন্তরকে সৃষ্টি করা হয়েছে একমাত্র আল্লাহকে ভালোবাসার জন্য।

-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.

*মাজমুউল ফাতাওয়া : ১০/১৩৪

৯ - قال العلامة الإمام ابن القيم* رحمه الله تعالى : من خلقه الله للجنة
لم تنزل تأنيبه المكاره والمؤمن الحازم يثبت للعظام ولا يتغير فؤاده ولا ينطق
بالشكوى لسانه ... وتذكر : أنك مامنعت إلا لتعطى ولا ابتلاك إلا لتعافى
ولا امتحنك إلا لتصفى.

الفوائد : (ص 36)

০৯ - আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন তার
ওপর বিপদ-আপদ আসতেই থাকবে। প্রকৃত মুমিন বিপদ-আপদের সামনে দৃঢ়
থাকে। তার অন্তরের দৃঢ়তায় কোনরূপ পরিবর্তন আসে না। মুখেও সে (কারো
কাছে) কোন ধরনের অভিযোগ করে না।

মনে রাখবেন, আপনাকে (বিরাট কিছু) দেয়ার জন্যই (ছোট ছোট কিছু জিনিস
থেকে)বঞ্চিত করা হচ্ছে। আপনাকে (জান্নাতের স্থায়ী) আফিয়ত-সুখ শান্তি
দেওয়ার জন্য এবং (আপনার অন্তরকে) পরিশুদ্ধ করার জন্যই বিভিন্ন ধরনের
পরীক্ষার সম্মুখীন করা হচ্ছে।

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.

আল ফাওয়ায়েদ : ৩৬

১০* - قَالَ ابن حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ : صَاحِبَ الصَّدَقِ مَعَ اللهِ لَا تَضُرُّهُ الْفِتْنُ

وَاللّٰهُ يَجْعَلُ لِّأَوْلِيَآئِهِ عِنْدَ ابْنِآئِهِمْ مَخَارِجَ . فَتَحَ الْبَارِئِ : ٣/٩٢

*১০ - যে ব্যক্তি (ভিতরে-বাইরে, কথায়-কাজে) আল্লাহর সঙ্গে সত্যবাদী দুনিয়ার ফিতনা তার কোনও ক্ষতি করতে পারে না। ফিতনা ও পরীক্ষার সময় আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্য (সেই ফেতনা থেকে) পরিত্রাণের বহু পথ খুলে দেন।

-হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.

ফাতহুল বারী শরহে বুখারী : ৩/৯২

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১১২২>

আকাবিরের মূল্যবান বাণী - 03

[abudujanah](#)

Senior Member

১০-১৭-২০১৮

*كان عثمان رضي الله عنه يقول: لو طهرت قلوبنا لما شيعت من كلام الله عزوجل.

১১ - হযরত উসমান রাযি. বলতেন, যদি আমাদের অন্তর যথাযথ পরিশুদ্ধ হতো তাহলে আল্লাহর কালাম দ্বারা আমাদের অন্তর কখনোই তৃপ্তি লাভ করতো না।

-সীরাত উসমান বিন আফফান রাযি., আলী সাল্লাবী : ২৫

*

*-12 وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ

.যে সব নারী পুরুষ অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করে।- সূরা আহযাব : ৩৫

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আববাস রাযি. বলেন 'অধিক পরিমাণে যিকির করে' বলে উদ্দেশ্য, তারা প্রত্যেক নামাযের পরে, সকালে, সন্ধ্যায়, যখন ঘুমোতে যায়, যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, যখন ঘর থেকে (কোথাও) বের হয় এবং যখন ঘরে ফিরে আসে সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করে।

-আল আযকার- নববী : ১০

১৩ - কোন বান্দার জন্য গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে কোরআন তেলাওয়াত করা অপেক্ষা দুনিয়া ও আখেরাতে অধিক উপকারী এবং নাজাতের জন্য অধিক সহায়ক আর কিছু নেই।

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.

মাদারিজুস সালিকীন : ১/৮৫

১৪ - কোরআন বুঝার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হল, গুনাহ, (বিশেষত) অহংকার ও প্রবৃত্তির অনুসরণ। এসবের কারণে অন্তরে অন্ধকার সৃষ্টি হয় এবং জং ধরে যায়।

- আল্লামা ইবনে কুদামা মাকদিসী রহ.

মুখতাসারু মিনহাজ্জিল কাসিদীন : ১/৫৩

১৫ - কেউ কোরআন শেখার পর যদি তা ভুলে যায় তাহলে নিশ্চিত এটা তার গুনাহেরই ফল। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

*وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

তোমাদের উপর যে মসিবতই আসে তা তোমাদেরই কর্মফল।-সূরা শুরা : ৩০

কোরআন ভুলে যাওয়ার চেয়ে বড় মসিবত আর কী হতে পারে ?

- ইমাম যাহহাক বিন মুযাহিম রহ.

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১২২৬>

আকাবিরের মূল্যবান বাণী - 04

[abudujanah](#)

Senior Member

১০-২৫-২০১৮

১৬ – كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول : الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا.

১৬ - সব মানুষই আসলে ঘুমিয়ে আছে। যখন মারা যায় (প্রকৃত অর্থে) তখনই তারা জেগে উঠে।

-হযরত আলী রাযি.

১৭* - قال عبد الله بن المبارك رحمه الله : من أعظم المصائب للرجل أن يعلم من

نفسه تقصير أثم لا يبالي، ولا يحزن عليه . شعب الإيمان للبيهقي : ১৬৭

১৭ - নিজের মাঝে কোনো ত্রুটি দেখে এর কোন পরোয়া না করা এবং চিন্তিত না হওয়া কোন ব্যক্তির জন্য বিরাট মসিবত।

- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ.

শুআবুল ঈমান, বাইহাকী : ৮৬৭

১৮ – قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ – رَحِمَهُ اللَّهُ : إِنَّ الْقَلْبَ إِذَا ذَاقَ طَعْمَ عِبَادَةِ اللَّهِ وَالْإِخْلَاصِ

لَهُ لَمْ يَكُنْ عَنْدهُ شَيْءٌ قَطُّ أَحْلَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَلَدَّ وَلَا أَطْيَبَ . مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى : ১০

১৮৭/

১৮ - কোন অন্তর যখন আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত ও ইখলাসের স্বাদ পেয়ে যায় তখন তার কাছে এর চেয়ে অধিক আনন্দের ও উপভোগ্যের আর কিছুই থাকে না।

- শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.

মাজমুউল ফাতাওয়া : ১০/১৮৭

١٩* - قال * ابن القيم رحمه الله : ما دُفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد ولذلك
كان دعاء الكرب بالتوحيد

لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم . الفوائد : ٥٣

১৯ - পার্থিব বিপদ আপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য তাওহীদের (স্বীকারোক্তি)
সমতুল্য অন্য কিছু নেই। তাইতো বিপদ থেকে মুক্তির দোয়ার শুরুটা তাওহীদ
দিয়েই হয়।

* لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم . (لا اله الا انت
سبحانك اني كنت من الظالمين)

- ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.

আল ফাওয়ায়েদ : ৫৩

২০ - যে নিজেকে যত গোপন রেখে আল্লাহর হুকুম পালন করে যেতে পারবে,
আল্লাহর হুকুম মতো চলে নিজেকে যত বেশি বিলীন করে দিতে পারবে সে
আল্লাহর কাছে তত বেশি মর্যাদাবান হবে।

- শাইখুল হাদিস আবু ইমরান হাফি.

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১২৯৮>

আকাবিরের মূল্যবান বাণী - 05

[abudujanah](#)

Senior Member

১০-২৭-২০১৮

২১ - قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى* : يا أبا عبد الله ! بم تلين

القلوب ؟ قال : بأكل الحلال . حلية الأولياء : ২/১৮২

২১ - একবার ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. কে জিজ্ঞেস করা হয়, হে আবু আব্দুল্লাহ! অন্তর নরম হয় কীভাবে ? বললেন, হালাল খেলে।

- হিলয়াতুল আউলিয়া : ২/১৮২

২২ - قَالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ رحمه الله : إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا* أَكْثَرَ غَمِّهِ ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا وَسَّعَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ .

سير أعلام النبلاء : ৮/৪৩২

২২ - আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন তখন তার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি বাড়িয়ে দেন আর যখন কাউকে ঘৃণা করেন তখন দুনিয়া তার জন্য প্রশস্ত করে দেন।

- হযরত ফুয়ায়েল বিন ইয়ায রহ.

সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৮/৪৩

২৩ - قال الإمام الحافظ ابن القيم* رحمه الله تعالى :

أربعة تجلب الرزق : قيام الليل ، وكثرة الإستغفار بالأسحار ، وتعاهد الصدقة ،

والذكر أول النهار وآخره .

- زاد المعاد : ৪/৩৭৮

২৩ - চারটি আমল রিযিকে প্রশস্ততা আনে। কিয়ামুল লাইল-তাহাজ্জুদের নামায। শেষ রাতের বেশি বেশি ইস্তেগফার। বেশি বেশি দান-সদকা এবং দিনের শুরুতে ও শেষে আল্লাহ তাআলার যিকির।

- ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.

যাদুল মা'আদ : ৪/৩৭৮

২৪ - যারা খেলাফতের গুরু দায়িত্ব বহন করতে চায় তাদের জন্য দুটি আমল করা অবশ্য কর্তব্য। একটি হল, তাহাজ্জুদের নামাজ। দ্বিতীয়টি হল, বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত।

- মাওলানা আসেম উমর হাফি .

২৫ - যে আমল যত গোপনে করা হয় তাতে তত বেশি ইখলাস থাকে এবং তা তত বেশি শয়তানের ঝুঁকিমুক্ত থাকে। এমন আমলের শক্তিও হয় বেশি। আল্লাহর কাছে তার মূল্যও অনেক বেশি।

- শাইখুল হাদিস আবু ইমরান হাফি.

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৩১৩>

আকাবিরের মূল্যবান বাণী - ০৬

[abudujanah](#)

Senior Member

১০-৩০-২০১৮

২৬ - جاء رجلٌ إلى الحسن البصري رحمه الله فقال له : إِنِّي أَعْصِي اللَّهَ وَأُذْنِبُ ،
وَأَرَى اللَّهَ يُعْطِينِي وَيَفْتَحُ عَلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ، وَلَا أَجِدُ أَيَّ مَحْرُومٍ مِنْ شَيْءٍ؟ فقال له
الحسن : هل تقوم الليل؟ فقال : لا ، فقال : كفاك أَنْ حَرَمَكَ اللَّهُ مُنَاجَاتَهُ .
جواهر العلم للدينوري

২৬ - একবার লোক হযরত হাসান বসরী রহ.র কাছে এসে বলল, আমি আল্লাহর
হুকুম অমান্য করছি, গুনাহ করছি, তারপরও যে আল্লাহ আমাকে ধন-সম্পদ
দিচ্ছেন। পার্থিব জীবনে প্রশস্ততা দিচ্ছেন। নিজেকে কোন কিছুই থেকে বঞ্চিত মনে
হচ্ছে না। (এর কারণ কী?) উত্তরে হযরত হাসান বসরী রহ. বললেন, তুমি কি
শেষ রাতে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়তে পারো? বলল, না। পারি না। তিনি
বললেন, আল্লাহ যে তোমাকে তাঁর একান্ত সাক্ষাত থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছেন
এটাই তোমার (শাস্তির) জন্য যথেষ্ট।

- জাওয়াহেরুল ইলম

.....

২৭* - قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ تُورِثُ الْقَلْبَ
الْإِيمَانَ الْعَظِيمَ تَزِيدُهُ يَقِينًا وَطُمَأْنِينَةً وَشَفَاءً . مجموع الفتاوى : ৭/২৮৩

২৭ - যথাযথভাবে কোরআন তেলাওয়াত করা হলে এর দ্বারা অন্তরে ঈমান,
ইয়াকিন এবং প্রশান্তি বৃদ্ধি পায় এবং এর মাধ্যমে অন্তরের ব্যাধিসমূহ থেকে সুস্থতা
লাভ হয়।

- ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.

মাজমুউল ফাতাওয়া : ৭/২৮৩

•.....•

২৪ - * قال ابن القَيِّم رحمه الله : قُبِيحٌ بالعبد أن يقول بلسانه : الله أكبر ؛ وقد امتلأ قلبه بغير الله . بدائع الفوائد : ১৭৬ / ২

২৮ - বান্দার জন্য এটি খুবই অশোভনীয় যে, সে মুখে বলবে আল্লাহ্ আকবার- আল্লাহ সবচেয়ে বড় অথচ তার অন্তরে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর বড়ত্ব স্থান পাবে।
- ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.

বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ : ২/১৯৬

•.....•

২৯ - আমি প্রথমে নিজেকে এরপর আপনাদের সবাইকে একটি উপদেশ দিচ্ছি যে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করুন এবং অধিক পরিমাণে কোরআন তেলাওয়াত করুন এবং কোরআনের বিষয়বস্তু নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করুন। বিশেষ করে জেহাদ বিষয়ক সূরাগুলো- যেমন সূরা আনফাল, তওবা ইত্যাদি- গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে তেলাওয়াত করুন। এর পাশাপাশি আযকার ও দোয়া কোন অবস্থাতেই যেন না ছুটে।

-মুহসিনুল উন্মাহ শহীদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ.

•.....•

৩০ - * لقد أوجب الله عليك مولاة المؤمن ولو أبغضك ، وأوجب عليك معاداة الكافر ولو أعطاك .

-الشيخ سليمان العلوان فك الله اسره

৩০ - আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি মুসলিমদেরকে ভালোবাসবেন যদিও (কোন কারণে) তারা আপনাকে ঘৃণা করে। আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং অমুসলিমদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করবেন যদিও তারা আপনাকে উপটোকন দেয়।

- শাইখ সুলাইমান আল উলওয়ান ফারুক আল্লাহ আসরাহ

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৩৩৬>

আকাবিরের মূল্যবান বাকী - ০৭

[abudujanah](#)

Senior Member

১১-০৩-২০১৮

৩১ - মুত্তাকী বন্ধুর সংখ্যা বাড়ান। কারণ, কেয়ামতের দিন তারা আপনার কাজে লাগবে। আল্লাহ তাআলা বলেন),

الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

সব বন্ধুই সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে একমাত্র মুত্তাকী বন্ধুরা ছাড়া। সূরা - (৬৭ : যুখরুফ)

- হযরত হাসান বসরী রহ.

৩২ - قال ابن الجوزي رحمه الله : إن لم تجدوني في الجنة بينكم فاسألوا عني ، فقولوا : يا ربنا عبدك فلان كان يذكرنا بك ، ثم بكى

৩২ - ইমাম ইবনুল জাওযী রহ একদিন) .তার সামনে উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে(বললেন, আপনারা যদি আমাকে জান্নাতে আপনাদের সাথে না পান তাহলে আমার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কাছে এই বলে একটু আবেদন করবেন যে, হে আল্লাহ আপনার অমুক ! বান্দা আপনার কথা বলে বলে আমাদেরকে উপদেশ দিত তাকেও জান্নাতে প্রবেশ করান) যেন দুনিয়ার মতো এখানেও আমরা এক সাথে থাকতে পারিএ কথা বলে তিনি কাঁদতে (শুরু করেন।

৩৩ - السعيد من اتخذ الله شهيدا . الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله تعالى

৩৩ - সৌভাগ্যবান সেই যাকে আল্লাহ শহীদ হিসেবে কবুল করেন।-

- মুহসিনুল উম্মাহ শহীদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ.

৩৪ - আল্লাহর শপথ, আমাদের যে সব ভাই শহীদ হয়ে গেছেন তাঁরা এ সংকল্পের ওপর অবিচল ছিলেন যে, মসজিদে আকসা বিজয় করা এবং মুসলমানদের সর্বশেষ ভূমিটি কাফেরদের কবজা থেকে মুক্ত করার আগ পর্যন্ত জেহাদ অব্যাহত রাখবেন।

তাঁদের পবিত্র রক্তের সাথে খেয়ানত হবে যদি আমরা এ সংকল্প থেকে সরে যাই।
-শাইখ আবু বাসীর নাসের আল উহাইনী রহ.

৩৫ - শিশুদেরকে তাওহীদ সম্পর্কে শিখানোর ব্যাপারে কোনোরূপ অবহেলা
করবেন না। এর পাশাপাশি শিরক এবং শিরকে লিপ্ত ব্যক্তিদের থেকে
সম্পর্কহীনতার বিষয়টিও খুব ভালোভাবে শেখাবেন। হযরত জয়নুল আবেদিন
আলী বিন হুসাইন রহযখন . তাঁর বাচ্চাকে পড়াতে তখন বলতেন,

قل آمن بالله وكفرت بالطاغوت

বলো, আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম এবং তাগুতকে অস্বীকার করলাম।-
: মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ ৩৫১৮

-শাইখ আবু মুহাম্মদ আল মাকদিসী রহ.

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৩৬৭>

আকাবিরের মূল্যবান বাণী - ০৪

[abudujanah](#)

Senior Member

১১-০৬-২০১৮

৩৬ - إنه لم يخرجنا من بلادنا الجوع كما ذكرت، ولكننا قوم نشرب الدماء، وقد علمنا أنه لا دم أشهى ولا أطيب من دم الروم، فجئنا لذلك

৩৬ - তুমি যে অভাব অনটনের কথা বললে মূলত এজন্য আমরা আমাদের দেশ থেকে বের হইনি। আসলে আমরা (মুসলিমরা) এমন এক জাতি যারা (আল্লাহর জমিনে যারা আল্লাহর দুষমন তাদের) রক্ত পান করি। আর আমরা জেনেছি যে, রোমানদের রক্তের চেয়ে ভাল জাতের রক্ত আর নেই। তাই আমরা তোমাদের রক্ত পান করতে এসেছি।

-হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.

*ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোমান সেনাপতি মাহানকে লক্ষ্য করে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.র ঐতিহাসিক উক্তি।

-আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ইয়ারমুকের যুদ্ধ

৩৭ - আল্লাহ আমাদের সাথে বিজয়ের ওয়াদা করেছেন। ওদিকে বুশ আমাদেরকে পরিজিত করার হুমকি দিচ্ছে। আমরা দেখে নেবো, কার কথা সত্যি হয় ?

-আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর রহ.

৩৮ - গ্রহণযোগ্য ওজর ছাড়া নিজের হাতিয়ার থেকে দূরে থাকার কারণ আত্মমর্যাদাবোধ ও ঈমানের কমতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

-মুহসিনুল উম্মাহ শহীদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ.

৩৯ - জেহাদের পথে অবিচল থাকুন। সময় যত দীর্ঘই হোক। পথ যদিও সব দিক দিয়ে বন্ধ হয়ে যাক। কারণ, জেহাদ করা আল্লাহর হুকুম। যা তিনি আপনাকে করেছে। আর বিজয় দেওয়াটা হলো আল্লাহর ওয়াদা। যা তিনি জেহাদের সাথে

আবশ্যকীয় ভাবে যুক্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহর হুকুমকে তাঁর ওয়াদার অপেক্ষায় কিছুতেই ছাড়া যাবে না। আপনি বরং আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় মিলিত হন যে, আপনি তাঁর এই হুকুম পালন করে যাচ্ছেন।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْتَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

তোমরা তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে জেহাদ করে যাও যে পর্যন্ত না সমস্ত ফিৎনায় অবসান ঘটে এবং দীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হয়ে যায়। সূরা বাকারা : ১৯৩

-শাইখ শহীদ ইবরাহীম রুবাইশ রহ.

৪০ - ওহে তাগুতের দল! তোমরা কি মনে করো, তোমার কারাগারের ভয়ে আমরা নিজেদের দীন, আকিদা-বিশ্বাস ও জেহাদ ছেড়ে দেবো। না, কখনোই ছাড়বো না। বরং যদি ওসব পরীক্ষা এসেই যায় তাহলে কারাগারও মারহাবা!! আমরা আমাদের জেহাদ কখনোই ছাড়বো না। বরং আমরা তা-ই বলব যা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেছিলেন,

رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ .

হে আমার পালনকর্তা! তারা আমাকে যে দিকে আহ্বান করছে তা থেকে কারাগারই আমার কাছে অধিক প্রিয়।-সূরা ইউসুফ : ৩৩

- শাইখ শহীদ আবু উমর বাগদাদী রহ.

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৪২২>

আকাবিরের মূল্যবান বাণী - ০৯

[abudujanah](#)

Senior Member

১১-০৯-২০১৮

أَسْلَمُوا تَسْلَمُوا وَإِلَّا فَادُوا الْجَزِيَّةَ وَإِلَّا فَقَدْ جِئْتُمْ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا
تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ وَفِي رِوَايَةٍ: كَمَا تُحِبُّونَ شَرْبَ الْخَمْرِ.*

৪১ - ইসলাম গ্রহণ করো তাহলে নিরাপত্তা লাভ করবে। নয়তো জিযিয়া প্রদান করো। (এতেও নিরাপদে থাকতে পারবে) যদি তাও মঞ্জুর না হয় তাহলে (প্রস্তুত হও) আমি এমন এক বাহিনী নিয়ে তোমাদের কাছে আসছি যারা মৃত্যুকে তেমনই পছন্দ করে যেমন তোমরা জীবনকে পছন্দ করো। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যেমন তোমরা মদ পান করতে পছন্দ করো।

-হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.

যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে শত্রু বাহিনীর সেনাপতির নিকট বার্তা।

৪২ - আইম্মাতুল কুফর- কুফরের সরদারদেরকে হত্যা করা (হোক ইহুদি, খৃষ্টান, হিন্দু বা বৌদ্ধ কিংবা নামধারী মুসলমান) একটি 'বরকতময় সুন্নাহ' যা ছেড়ে দেয়ার মাশুল আজ পুরো উম্মাহকে দিতে হচ্ছে। আজ যে মুসলিম উম্মার ওপর (ভিতরের-বাইরের) সব ধরনের শত্রু সবদিক দিয়ে চড়াও হচ্ছে, এর অন্যতম কারণ, এই 'বরকতময় সুন্নাহ'টির অনুপস্থিতি।

-মুজাদ্দিদুল জিহাদ শাইখ শহীদ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.

৪৩ - যখন কোনো 'প্রকৃত মুমিন' আল্লাহর রাস্তায় নিজের জান-মাল কুরবান করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয় তখন দুনিয়া ও আখেরাতের সম্মান ও মর্যাদা তার পদচুষ্পন করে। আর ইসলামের বিজয় মুমিনদের কুরবানির মধ্যেই নিহিত।

-আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর রহ.

৪৪ - (৯/১১ 'র বরকতময়) হামলার পর যত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে বিগত কয়েক বছরেও তা হয়নি। রেডিওতে এক ব্যক্তির কথা শুনেছি (যে একটি শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল) সে বলছে, এ ঘটনার পর ইসলাম সম্পর্কিত বই পুস্তকের চাহিদা এত বেড়েছে যে, তা পূরণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। মানুষ জানতে চাচ্ছে, কেন একজন ব্যক্তি নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয়? (কী সেই জিনিস, যার মধ্যে এতো আকর্ষণ যে, এর জন্য একজন ব্যক্তি তার জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দেয়)

এভাবে এ (বরকতময়) হামলা ইসলামের দাওয়াতের এক বিরাট মাধ্যম হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

-মুহসিনুল উম্মাহ শহীদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ.

৪৫ - কোনও জাতি কোরবানি দেয়া ছাড়া সত্যিকারের সম্মান ও মর্যাদা লাভ করতে পারে না। যারা ভীর্ণ-কাপুরুষ তাদের বর্শা যতই লম্বা হোক, তলোয়ার যতই ধারালো হোক তাদের কপালে সফলতা নেই। যারা তলোয়ারের অগ্রভাগ দিয়ে সম্মান ও মর্যাদার রাস্তা নির্মাণ করতে জানে তাঁরাই মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকে এবং মর্যাদার সাথে মৃত্যু বরণ করে।

-শহীদ শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল লীবী রহ.

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৪৫২>

হযরত ইব্রাহীম আদহাম (রহ.) এর উপদেশাবলি

tarek bin ziad

Senior Member

১১-১১-২০১৮

১.এক ব্যক্তি হযরত ইব্রাহীম (রহ) এর নিকট বলল, হুজুর! আমি বহু অন্যায় কাজ করেছি। দয়া করে আমাকে কিছু উপদেশ দিন। যাতে আমি সঠিক পথে র সন্ধান পেতে পারি। তিনি বললেন,আমি তোমাকে ছয়টি উপদেশ দিতেছি তুমি সেগুলো আমল করো।

২.যখন তুমি পাপ কাজ করবে তখন আল্লাহর দেয়া রিজিক খাবেনা। লোকটি বলল, হুজুর! আল্লাহইতো এক মাত্র রিজিকদাতা তার দেওয়া রিজিক ত্যাগ করে অন্য কার রিজিক গ্রহন করব? ঠিকই বলেছো। তবে একথা ঠিক হবে যে তুমি তার দেওয়া রিজিক ভক্ষন করবে আর তার নাফরমানি করবে?

৩.যদি কোনো গুনাহ করতে চাও তাহলে আল্লাহর রাজ্য ছেড়ে অন্য কোথাও বাস করো। যেহেতু এটা কখনো ঠিক হবে না যে, তুমি তার রাজ্যে বাস করবে আর তার নাফরমানি করবে।

লোকটি বলল হুজুর! আল্লাহর রাজ্য ছাড়া আর কোনো রাজ্য আছে কি? হযরত ইব্রাহীম আদহাম (রহ) বললেন, যদি একথাটি বুঝে থাকো তবে যেভাবে যা করলে ভালো হয় তাই কর।

৪.যদি তুমি একান্তই গুনাহের কাজ ত্যাগ করতে না পার, তবে এমন স্থানে গিয়ে করো যেখানে আল্লাহ না দেখেন। লোকটি বলল, তিনি তো সবত্র বিরাজমান। সবকিছু জানেন ও দেখেন।

হযরত ইব্রাহীম আদহাম (রহ)বললেন, এখন তোমার বিবেকের কাছে জিজ্ঞাসা করো, তুমি তার রাজ্যে বাস করবে, তার প্রদত্ত রিজিক খাবে এবং তার সম্মুখে বসে তার নাফরমানি করবে। এর মত জঘন্য অপরাধ ও বিসশাস ঘাতককতা, আর কি হতে পারে?

৫.যখন আজ্জাইল তোমার জান কবজ করতে আসবে তখন তার কাছ থেকে তওবা করার জন্য কিছু সময় চেয়ে নিবে। সে বলল, আজ্জাইল কি সে কথায় রাজি হবে? যদি তা বুঝে থাকে তবে এখনি তওবা করে নাও।

৬.মৃত্যুর পর যখন মুনকার নাকির কবরের মধ্যে তোমার নিকট প্রশ্ন করবে। তখন তুমি তাদের কে তাড়িয়ে দিও। লোকটি বলল,তা কেমন করে সম্ভব হবে? তবে তাদের প্রশ্ন এর জবাব দেওয়ার জন্য এখনি প্রস্তুত হও।

৭.কিয়ামতের দিন আল্লাহ যখন ফেরেশতাদের হুকুম করবেন গুনাহগারদের দোষখে নিয়ে যাও। যখন তারা তোমার নিকট হাজির হবে, তুমি বলবে, আমি যাব না। লোকটি বলল, তারা তো জোরপূর্বক আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। হযরত ইবরাহীম আদহাম (রহ) বললেন, তবে যাবতীয় গুনাহের কাজ বন্ধ করো। তখন লোকটি বললেন আপনি যা কিছু বললেন তা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এখন আমার ওপায় কি? হযরত ইবরাহীম আদহাম (রহ) বললেন, তবে তুমি তওবা করে যাবতীয় গুনাহের কাজ বর্জন কর। অতঃপর লোকটি বলল হুজুর আমার জন্য অন্যান্য কাজগুলো হতে একাজটি করাই উত্তম হবে। সে তখনই তওবা করলো এবং যাবতীয় গুনাহের কাজ হতে পরহেজ করে চলতে লাগলো, পরে সে মস্ত বড় আবেদ হয়ে গেল।

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৪৫৮>

আকাবিরের মূল্যবান বাণী - 10

[abudujanah](#)

Senior Member

১১-১৪-২০১৮

৬৬ - قال عمر رضي الله عنه : الشتاء غنيمه العابدين

৪৬ - শীতকাল ইবাদতকারীদের জন্য (ইবাদত করার) চমৎকার মৌসুম।

-হযরত উমর রাযি.

৬৭ - قال ابن مسعود رضي الله عنه * : مرحباً بالشتاء تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام

৪৭ - শীতকালকে স্বাগতম। এ সময় (আল্লাহর পক্ষ থেকে) বরকত নাযিল হয়। রাত হয় লম্বা। তাই তাহাজ্জুদ পড়া সহজ। দিন হয় ছোট। তাই রোজা রাখা সহজ।

-হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি.

৬৮ - قال الحسن البصري رحمه الله : نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه، ولذا بكى المجتهدون على التفریط - إن فرطوا - في ليالي الشتاء بعدم القيام، وفي نهاره بعدم الصيام

৪৮ - একজন মুমিনের জন্য শীতকাল ইবাদত করার চমৎকার মৌসুম। শীতকালে রাত লম্বা হয়। এতে সে (সহজেই) তাহাজ্জুদ পড়তে পারে। দিন ছোট হয়। ফলে (সহজেই) রোজা রাখতে পারে। এজন্যই (পূর্ববর্তীদের মধ্যে) যাঁরা ইবাদত-বন্দেগিতে কঠোর পরিশ্রম করতেন তাঁরা যদি (কোনো কারণে) এ সময়ের রাতগুলোতে তাহাজ্জুদ না পড়তে পারতেন এবং দিনের বেলা রোজা না রাখতে পারতেন তাহলে এর জন্য তাঁরা কাঁদতেন।

-হযরত হাসান বসরী রহ.

৬৯ - من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق

৪৯ - যে ব্যক্তি কোরআন থেকে হেদায়েত গ্রহণের উদ্দেশ্যে গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে কোরআন তেলাওয়াত করে তার সামনে অবশ্যই 'হক রাস্তা' স্পষ্ট হয়ে যায়।

- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.

৫০ - আমি আমার মুসলিম ভাই-বোনদের খেদমতে আরয করব, অন্তরে ঈমান মজবুত করা এবং সব ধরনের ফিতনা থেকে, (বিশেষ করে) নেফাক থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আমাদের জিহবা যেন সব সময় আল্লাহ তা'আলার যিকিরে সিক্ত থাকে। এ উদ্দেশ্যে আমরা প্রতিদিন (অর্থ বুঝে) চিন্তা ভাবনার সাথে কমপক্ষে এক পারা কোরআন তেলাওয়াত করবো। এর দ্বারা আমাদের অন্তর আলোকিত হবে এবং বিবেক বুদ্ধি শানিত হবে। (চিন্তা ভাবনার সাথে) কোরআন তেলাওয়াতের দ্বারা আমাদের এমন অন্তর্দৃষ্টি হাসিল হবে যা দ্বারা আমরা ইসলামের শত্রুদেরকে চিনতে পারবো। ওরা কাফের-মুশরিক হোক কিংবা (মুসলিম নামধারী) মুনাফিক হোক। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ

হে লোক সকল! তোমাদের কাছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে উপদেশবানী এসেছে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়। এবং মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত। সূরা ইউনুস : ৫৭

মুহসিনুল উম্মাহ শহীদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ.

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৪৮২>

হে যুবক! এখনও কি সময় হয়নি?

[abudujanah](#)

Senior Member

১১-১৭-২০১৮

-শায়েখ খালেদ আর রাশেদ ফাঙ্কাল্লাহু আসরাহু

(আরবি খুতবার অনুবাদ)

.....

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا
كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ
فَاسِقُونَ.

যারা মুমিন, তাদের কি এখনো সময় হয়নি ? যে আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য (তাদের নিকট) অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে তাদের হৃদয় বিগলিত হবে। তারা যেন সে সব লোকদের মতো না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল অতঃপর তাদের উপর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে। ফলে তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। আর তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। সূরা হাদীদ – ১৬

হে যুবক! তোমাকেই বলছি। হ্যাঁ, তোমাকে লক্ষ্য করেই বলছি। তোমার এখনও কি সময় হয়নি তওবা করার ? এখনও কি সময় হয়নি মহান আল্লাহর দিকে ফিরে আসার? তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার ? (দ্বীনের দিকে) ফিরে আসা ব্যক্তিদের দলভুক্ত হওয়ার সময় কি তোমার এখনো সময় হয়নি ? তুমি যে অবস্থায় আছো তা থেকে ফিরে আসার সময় কি এখনো হয়নি ?

(দ্বীনের পথে) এতো দিন অনুপস্থিত ছিলো। সামনে কি আরও অনুপস্থিত থাকবে? তোমার জীবনের মুহূর্তগুলো আল্লাহর ইবাদত ছাড়া ভিন্ন কাজে শেষ হয়ে যাচ্ছে। যা করছো তা মরিচিকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মনে রেখো, যারা শুধু 'করবো করবো' বলে তাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য। যারা বলে, শীঘ্রই তওবা করবো। শীঘ্রই তওবা করবো অথচ সে অবিরাম পাপ করে যাচ্ছে।

আমাকে একটু বল তো, তুমি কত দিন বেঁচে থাকবে? বিশ বছর? ত্রিশ বছর? বেশি হলে আশি বছর। এরপর ? এরপর তো মারা যাবে। ধোঁকার এ দুনিয়া থেকে একদিন তোমাকে বিদায় নিতেই হবে। তোমার হয়াত দীর্ঘ হোক কিংবা খাটো।

(সেদিন আফসোস করবে আর বলবে) হয় আফসোস! হয় আফসোস! সব আনন্দ শেষ হয়ে গেছে। সব কিছুই খতম হয়ে গেছে। এখন শুধু কল্পনা আর আক্ষেপ ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই।

আফসোস! আমার সেই সব সংগীদের জন্য, যারা (আমার) কোনও উপকারে আসে নি।

আফসোস! সেই বন্ধুদের জন্য, যারা (আমার জন্য) কোনও সুপারিশ করতে পারবে না।

আফসোস! সেই দিনগুলোর জন্য, যে দিনগুলোতে দীর্ঘ সময় জেগে ছিলাম। কিন্তু কবরের জন্য একটু পাথেয়ও যোগাড় করি নি।

আফসোস! সেই জীবনের জন্য, যা পাড় হয়ে গেছে।

আফসোস! সেই সময়ের জন্য, যা ফুরিয়ে গেছে। শেষ হয়ে গেছে। অথচ জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুন থেকে বাঁচার জন্য কিছুই করিনি।

আফসোস! ওই নামাযগুলোর জন্য, যা আমি নষ্ট করেছি।

আফসোস! ওই যাকাতের জন্য, যা আমি আদায় করিনি।

আফসোস! সেই দিনগুলোর জন্য, যে দিনগুলোতে আমি রোযা রাখিনি।

আফসোস! সেই সময়গুলোর জন্য, যা আমি নষ্ট করেছি।

আফসোস! সেই অন্যায়ের জন্য, যা আমি করে ফেলেছি এবং সেই অশ্লীল কাজের জন্য যাতে আমি লিপ্ত হয়েছি।

আফসোস! সেই দিনটির জন্য, যে দিনটিতে আমার জিহ্বা কোন যিকির করেনি।
আমার অংগগুলো আল্লাহর শোকর দায় করেনি।

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন,

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ
الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ

আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিন যখন সব
ব্যাপারের মীমাংসা হয়ে যাবে। এখন তারা উদাসীনতার মধ্যে পড়ে আছে। আর
তারা ঈমান গ্রহণ করছে না। আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী হব পৃথিবীর এবং
এর উপর যারা আছে তাদের সবার এবং আমারই কাছে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে।
সূরা মারইয়াম ৩৯, ৪০

আনন্দের সব কিছুই শেষ হয়ে গেছে। ফুর্তির করার সব কিছুই খতম হয়ে গেছে।

এখন অন্যায়, অপরাধ আর পাপের বোঝা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই।

ধিক সেই ব্যক্তির প্রতি, যে হারাম আনন্দ উপভোগ করে, যা নিমিষেই শেষ হয়ে
যায়। থেকে যায় শুধু পাপ আর লজ্জা। পাপের পরিণতি পরেও থেকে যায়। ওই
আনন্দের মাঝে কী লাভ? যার পরে রয়েছে জাহান্নামের আগুন।

(হে যুবক! এখনো সময় আছে, ফিরে এসো)

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক তওবাকারী ও পবিত্রতা অবলম্বন করীদেরকে ভালবাসেন।
সূরা বাকারা-২২২

আল্লাহ তাআলা তাঁর রহমতের দরোজা খুলে দিয়ে বলছেন,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الدُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সূরা যুমার – ৫৩

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

তবে যারা (তাদের পূর্বের গুনাহ থেকে) তওবা করে (যথাযথভাবে) ঈমান আনে এবং নেক আমল করতে থাকে, আল্লাহ তাদের গুনাহসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা ফুরকান – ৭০

হে আল্লাহ! হে ওই সত্তা যার রহমত সব কিছুকে ঘিরে রেখেছে, আপনি আপনার এ হতভাগা, দুর্বল বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করুন।

হে আল্লাহ! যদিও আমার অপরাধ সংখ্যায় অনেক বেশি। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি যে, আপনার ক্ষমা এর চেয়ে অনেক অনেক বড়।

আপনার (ক্ষমার) প্রতি যদি কেবল নেককার বান্দারাই আশা বাদী হয় তাহলে (আমার মতো) অপরাধীরা কার কাছে একটু আশ্রয় চাইবে।

আমার নিকট আপনার কাছে পৌঁছার জন্য আশা আর আপনার ক্ষমা ছাড়া আর কোনও সম্ভল নেই। সর্বোপরি হে আল্লাহ! আমি তো একজন মুসলমান।

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৫১৫>

আকাবিরের মূল্যবান বাণী - 11

[abudujanah](#)

Senior Member

১১-১৭-২০১৮

১ - فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ .
قال ابن عباس رضي الله عنه : *أي بالليل والنهار، في البر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر والمرض والصحة والسرو والعلائية.

০১ - * যখন তোমরা নামায সম্পন্ন করো তখন দন্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত সর্বাবস্থায় : অবস্থায় আল্লাহর যিকির করো। সূরা নিসা (১০৩)
হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিবলেন ., আয়াতের উদ্দেশ্য হল, রাতে, দিনে, স্থলে, জলে, সফরে, বাড়িতে, স্বচ্ছল অবস্থায়, অসচ্ছল অবস্থায়, অসুস্থ থাকা কালে, সুস্থ থাকা কালে, গোপনে, প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করো।

২ - تَفَقَّدُوا الْحُلَاوَةَ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : فِي الصَّلَاةِ ، وَفِي الذِّكْرِ ، وَفِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ،
فإن وجدتم وإلّا فاعلموا أن الطريق مُغلق . الحسن البصري رحمه الله

০২ - তিনটি জিনিসে স্বাদ তালাশ করুন। নামাযে, যিকিরে এবং কোরআন তোলাওয়াতে। যদি পান তাহলে তো ভালো। যদি না পান তাহলে মনে রাখুন, আপনার জন্য রাস্তা এখনো বন্ধ।

-হযরত হাসান বসরী রহ.

৩ - قال الضيياء المقدسي : أوصاني العماد المقدسي فقال : أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ ، قال : فرأيت ذلك وجربته كثيراً فكنت إذا قرأت كثيراً تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي

-ذيل طبقات الحنابلة: ২০৫/৩

০৩ - একবার শাইখ ইমাদুদ্দিন মাকদিসি রহআমাকে উপদেশ দিয়ে বললেন ., (প্রতিদিনবেশি পরিমাণে কোরআন তেলাওয়াত করবো। কিছুতেই যেন (তেলাওয়াত না ছুটে। কারণ, তুমি যা অশ্বেষণ করছো তা তোমার জন্য সেই পরিমাণ সহজ হবে যেই পরিমাণ তুমি কোরআন তেলাওয়াত করবো। বেশি হলে) এরপর আমি (বেশি। কম হলে কম বহুবার পরিষ্কা করে দেখেছি যে, যখনই তেলাওয়াত বেশি করতাম তখন বেশি পরিমাণে হাদিস শোনা ও লেখা আমার জন্য সহজ হতো। আর যখন তেলাওয়াত না করতামবা কম) করতামতখন হাদিস (শোনা ও লেখা ওরকম সহজ হতো না।

-শাইখ জিয়াউদ্দিন মাকদিসি রহ.

*৬ - قال ابن القيم رحمه الله تعالى * : إن في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاء تكثيراً لشهود العبد يوم القيامة فإن البقعة والدار والجبل والأرض تشهد للذاكر يوم القيامة

الوابل الصيب : ৮১ *

০৪ - রাস্তায়, ঘরে, সফরে, মাঠে ময়দানে তথা সর্বত্র আল্লাহর যিকির করার দ্বারা কেয়ামতের দিন বান্দার পক্ষে সাক্ষ্য দানকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কারণ, (যেখানে যেখানে যিকির করা হয়েছে ওসবমাঠ (, বাড়িঘর, পাহাড়পর্বত ও- জমি সবই কেয়ামতের দিন যিকিরকারীর পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ : আল ওয়াবিলুস সাইয়িব .৮১

৫ - الشهرة الحقيقية في السماء، ومن أعظم أسبابها كثرة ذكر الله تعالى، قال الله تعالى في الحديث القدسي : إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم

-الشيخ عبد العزيز الطريفي فك الله اسره

০৫ - 'সত্যিকার প্রসিদ্ধি' (যা আপনার জন্য উপকারী হবেতা ওটাই যা (আসমানে হয়। আর এর অন্যতম উপায় হল, অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করা। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

*.إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم

বান্দা যদি মনে মনে আমাকে স্মরণ করে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। সে যদি কোনো মজলিসে আমাকে স্মরণ করে তাহলে তার মজলিস অপেক্ষা উত্তম মজলিসে আমি তাকে স্মরণ করি।

-শাইখ আব্দুল আজীজ আত তারিফী ফাঙ্কাল্লাহু আসরাহু

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৫১৮>

আকাবিরের মূল্যবান বাণী - 12

[abudujanah](#)

Senior Member

১১-২২-২০১৮

*৬ - مَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ الْقَبْرِ وَجَدَهُ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ وَجَدَهُ حُفْرَةً مِنْ حُفْرِ النَّارِ

-الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى-

০৬ - যে ব্যক্তি কবরের কথা বেশি বেশি স্মরণ করে (এবং যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করে) সে কবরকে জান্নাতের বাগিচা রূপে পাবে। আর যে কবরের কথা স্মরণ করা থেকে উদাসীন থাকে (এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ না করে) সে কবরকে জাহান্নামের একটি গর্ত রূপে পাবে।

- হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ.

*৭ - قَالَ ثَابِتُ الْبَنَانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِنِّي أَعْلَمُ مَتَى يَذْكُرُنِي رَبِّي عَزَّوَجَلَّ فَفَزَعُوا مِنْهُ وَقَالُوا: كَيْفَ تَعْلَمُ ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا ذَكَرْتَهُ ذَكَرْنِي .

০৭ - একবার হযরত সাবেত আল বুনানী রহ. (তার সামনে উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে) বললেন, আল্লাহ কখন আমাকে স্মরণ করেন তা আমি জানি। উপস্থিত লোকজন তার কথায় অবাক হয়ে যায়। তারা জিজ্ঞেস করে, কীভাবে জানেন? তিনি উত্তর দেন, আমি যখন আল্লাহকে স্মরণ করি তখন তিনি আমাকে স্মরণ করেন।

- হযরত সাবেত আল বুনানী রহ.

০৮ - যারা বাতিলের সামনে বুক টান করে দাঁড়িয়ে যায় তাদের মাথার মূল্য হয় বেশ চড়া। পক্ষান্তরে যারা তাগুতের সামনে সেজদাবনত থাকে তাদের মাথা আবর্জনার সমানও মূল্য রাখে না।

-শহীদ আরশাদ ওয়াহীদ রহ.

৯০ - তাসাউফের মূল উদ্দেশ্য হল, নিজের সংশোধন। সব রকমের মন্দ স্বভাব বর্জন করা এবং ভালো গুণাবলী অর্জন করা। তাসাউফের পারিভাষিক শব্দের মারপ্যাঁচে কখনও পড়বেন না। অল্প কথায় তাসাউফের মূলকথা হল, খাঁটি মুসলমান হওয়া। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সব রকমের গুনাহ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা এবং শরীয়তের সকল হুকুম-আহকাম পালন করা।

-ফকীহুল আসর মুফতি রশিদ আহমদ লুথিয়ানবী রহ.

১০ - إذا أردت أن تعرف مدى إيمانك فراقب نفسك في الخلوات، فإن الإيمان لا يظهر ب صلاة ركعتين أو بصيام نهار،* بل يظهر بمجاهدة النفس والهوى، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ*عَنِ*الْهَوَى*، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.

—الشيخ خالد الراشد فك الله أسره*

১০ - আপনি যদি নিজের ঈমানের স্তর জানতে চান তাহলে নির্জনতার সময় নিজেকে পর্যবেক্ষণ করুন (প্রবৃত্তির চাহিদার বিরুদ্ধাচারণ করে পাপ কাজ থেকে কতটুকু বাঁচতে পারেন)

কারণ, ঈমান দু' রাকাত নামায পড়া কিংবা একদিন রোজা রাখার দ্বারা প্রকাশ পায়না। ঈমান প্রকাশ পায় প্রবৃত্তির চাহিদার বিরুদ্ধাচারণ করার দ্বারা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ*عَنِ*الْهَوَى*، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে নিশ্চয়ই জাহ্নাতই হবে তার আবাসস্থল।

- শায়েখ খালেদ আর রাশেদ ফাঙ্কাল্লাহু আসরাহু

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৫৬১>

আকাবিরের মূল্যবান বাণী - 13

[abudujanah](#)

Senior Member

১১-২৩-২০১৮

১১ - إن من كانوا قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل، وينفذونها في النهار

-الإمام الحسن البصري رحمه الله

১১ - (একদিন হযরত হাসান বসরী রহ. তাঁর সামনে উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন) আপনাদের পূর্বে যাঁরা ছিলেন (সাহাবায়ে কেরাম রাযি.) তাঁরা কোরআনকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বা চিঠি মনে করতেন। তাঁরা রাতের বেলা গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে কোরআন তেলাওয়াত করতেন আর দিনের বেলা সে মোতাবেক আমল করতেন।

- হযরত হাসান বসরী রহ.

১২ - শয়তানের কাছে কাউকে গুনাহে লিপ্ত করার চেয়ে বেদআতে লিপ্ত করাটা বেশি পছন্দনীয়। কারণ, গুনাহতে লিপ্ত হলে পরে কখনো তওবা করে ফেলার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বেদআতে লিপ্ত হলে তওবা করার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। কেননা, সে তো ওই বেদআতটিকে সওয়াবের কাজ মনে করে করছে। (অতএব তাওবা করবে কেন?)

-হযরত সুফিয়ান সাওরী

মাজমুউল ফাতাওয়া : ১১/৪৭২

১৩ - *كان فتادة رحمه الله تعالى يقول: *اعمروا به قلوبكم واعمروا به بيوتكم يعني بالقرآن

১৩ - কোরআন দ্বারা তোমরা তোমাদের অন্তর ও গৃহ দু'টোকেই আবাদ করো।
-হযরত কাতাদাহ রহ.

১৪ - قوله تعالى : وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.
قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى : من أعظم خبث القلوب أن
يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين

১৪ - হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের অন্তরে মুমিনদের প্রতি কোনও ধরনের
বিদ্বেষ রাখবেন না। নিশ্চয়ই আপনি বড় দয়ালু, পরম করুণাময়। সূরা হাশর : ১০
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, অন্তর দূষিত হওয়ার অন্যতম
একটি ধরণ হল, অন্তরে নেককার মুমিনদের প্রতি বিদ্বেষ থাকা।

১৫ - الذكر يقوي القلب والبدن

-الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب

১৫ - আল্লাহ তাআলার যিকির দেহ ও মন দু'টোকেই শক্তিশালী করে।
-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.

আল ওয়াবিলুস সাইয়িব

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৫৯২>

কোন কোন দার্শনিক বলেন, لَا أَدَبَ إِلَّا بِعَقْلٍ, وَلَا عَقْلَ إِلَّا بِأَدَبٍ, ‘জ্ঞান-বুদ্ধি ছাড়া শিষ্টাচার হয় না; আর আদব ছাড়া জ্ঞানও হয় না’।[৪] অর্থাৎ একটি আরেকটির পরিপূরক।

রুওয়াইম ইবনু আহমাদ আল-বাগদাদী তার ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলেন, اجْعَلْ آدَابَكَ مِثْلَ مِثْلِكَ وَمِثْلَ مِثْلِكَ ذَقِيقًا ‘তুমি তোমার আমলকে লবণ ভাবে, আর তোমার আদবকে মনে করবে ময়দা’।[৫] অর্থাৎ তুমি আমলের চেয়ে আদবকে এত অধিক গুরুত্ব দিবে, লবণ ও ময়দার স্বাভাবিক মিশ্রণে উভয়ের অনুপাত যেভাবে কম-বেশী হয়। সুতরাং মানব জীবনে আদব শিষ্টাচার অতি গুরুত্বপূর্ণ।

দৈনন্দিন জীবনে শিষ্টাচার :

জীবনের প্রতিটি কাজ একটি নীতি-আদর্শ অনুসারে পরিচালিত হওয়াকে আদব বা শিষ্টাচার বলে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই আদব বা শিষ্টাচার অনুযায়ী চলতে হয়। শৃঙ্খলা অনুসারে চললে সমাজে ভারসাম্য বজায় থাকে। নির্দেশনা অনুসারে কাজ করা না হ’লে সে কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না এবং তাতে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায় না। শিষ্টাচারের সর্বোত্তম উদাহরণ হ’লেন মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আল্লাহ বলেন, وَأَنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ‘তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী (কলম ৬৮/৪)।

কুরআনের আলোকে শিষ্টাচার :

শিষ্টাচারের বিভিন্ন দিক কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। শিষ্টাচারের শিক্ষা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ‘তুমি ক্ষমার নীতি গ্রহণ কর। লোকদের সংকাজের আদেশ দাও এবং মূর্খদের এড়িয়ে চল’ (আ’রাফ ৭/১৯৯)।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরো বলেন,

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ- ‘ভাল ও মন্দ কখনো সমান হ’তে পারে না। তুমি উত্তম দ্বারা (অনুত্তমকে) প্রতিহত কর। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে যেন (তোমার) অন্তরঙ্গ

বন্ধু হয়ে যাবে। এই গুণের অধিকারী কেবল তারাই হ’তে পারে, যারা ধৈর্যধারণ করে এবং এই গুণের অধিকারী কেবল তারাই হ’তে পারে, যারা মহা ভাগ্যবান’ (ফুহুখিলাত/হামিম সাজদাহ ৪১/৩৪-৩৫)। মুমিনদের প্রশংসায় আল্লাহ আরো বলেন, **الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ**, -‘যারা সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা সর্বাবস্থায় (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় করে, যারা ক্রোধ দমন করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন’ (আলে ইমরান ৩/১৩৪)।

হাদীছের আলোকে শিষ্টাচার :

ইসলাম মানুষকে সর্বোত্তম আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, **بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ**, ‘আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা প্রদানের জন্য প্রেরিত হয়েছি’।[৬] আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ’লে তিনি উত্তরে বলেন, **كَانَ خُلْفَةُ الْقُرْآنِ** ‘তার চরিত্র হ’ল কুরআন’।[৭]

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চারিত্রিক ও মৌখিক অশ্লীলতা হ’তে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, **لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ سَبَابًا وَلَا فَحَاشًا وَلَا لَعَانًا، كَانَ يَقُولُ،** -‘নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাউকে গালি দিতেন না, অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করতেন না এবং কাউকে অভিশাপ দিতেন না। কাউকে তিরস্কার করতে হ’লে শুধু এটুকু বলতেন, তার কী হয়েছে। তার কপাল ধুলায় ধূসরিত হোক’।[৮]

তিনি আরো বলেন, **خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي أَوْ لِي لَمْ صَنَعْتُ، وَلَا لَأَمْ صَنَعْتُ**, -‘আমি দীর্ঘ দশ বছর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সেবায় নিয়োজিত ছিলাম। তিনি আমার ব্যাপারে কখনো ‘উহ’ শব্দটি উচ্চারণ করেননি। আর তিনি কখনো বলেননি, তুমি কেন এটা করেছ কিংবা এটা কেন করনি’?।[৯]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, **إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا**, ‘তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম, যাদের চরিত্র উত্তম’।[১০] অন্যত্র তিনি বলেন, **إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا**, ‘তোমাদের মধ্যে আমার নিকটে সর্বাধিক প্রিয় সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র উত্তম’।[১১] তিনি আরো বলেন, **إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَفْرِكُمْ**, ‘তোমাদের যে ব্যক্তির চরিত্র ও আচরণ সর্বোত্তম, তোমাদের মধ্যে সে-ই আমার নিকটে সর্বাধিক প্রিয় এবং ক্রিয়ামত দিবসেও আমার খুবই নিকটে থাকবে’।[১২]

ইসলামী শিষ্টাচারের কতিপয় দিক :

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এতে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের নির্দেশনা নিহিত আছে। শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবনের সকল সমস্যার সুষ্ঠু-সুন্দর সমাধান রয়েছে ইসলামে। নিম্নে কিছু দিক উল্লেখ করা হ’ল।—

সালাম বা সন্তাষণ :

শিষ্টাচার সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে সর্বাগ্রে আসে পারস্পরিক সন্তাষণের বিষয়টি। এই সালামের ব্যাপারে প্রত্যেককে অগ্রণী হ’তে হবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সালামের উত্তর দিতে হবে। ইসলামে পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[১৩] সম্ভবপর মুছাফাহা করা এবং কুশল বিনিময় করা যায়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ**, ‘যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম দেয়, আল্লাহর নিকট লোকদের মধ্যে সেই উত্তম’।[১৪]

উপহার-উপঢৌকন :

হাদিয়া বা উপহার আদান-প্রদান করা শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। এতে পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি-সন্তাব গড়ে ওঠে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, **فَادُوا تَحَابُّوا**, ‘তোমরা একে অপরকে উপঢৌকন দাও এবং ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হও’।[১৫]

দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড :

মানুষের সাথে ওঠা-বসা, পানাহার, বসবাস ও সহাবস্থান সমাজ জীবনের মৌলিক কাজ। এসব প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে শিষ্টাচারের প্রমাণ পাওয়া যায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনচরিতে। যেমন হাঁচি দেওয়া ও হাই তোলার ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, **كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِیهِ، وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ** -‘যখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাঁচি দিতেন, তিনি তাঁর মুখমন্ডলে হাত বা কাপড় দ্বারা আবৃত করতেন এবং তদ্বারা তাঁর স্বর বন্ধ করতেন’।[১৬] বিকট আওয়াজে অটুহাসি হাসা, চিৎকার ও হৈ হুল্লোড় ইত্যাদি করা কোন শালীন মানুষের কাজ নয়। পক্ষান্তরে মৃদু বা মুচকি হাসি অপরের মনে বিরক্তির উদ্বেক করে না। বরং আনন্দ দেয় ও ভালোবাসা পয়দা করে। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, **مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى، مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ** -‘আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অটুহাসি করতে দেখিনি, যাতে তাঁর জিহবার তালু দেখা যায়। তিনি মৃদু হাসতেন’।[১৭]

পরিপাটি থাকা :

ইসলাম মানুষকে সদা পরিপাটি থাকতে শিখায়। আতা বিন ইয়াসার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ أَنْ اخْرُجْ كَأَنَّهُ يَعْنِي إِصْلَاحَ شَعْرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ فَفَعَلَ الرَّجُلُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ.

‘রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে অবস্থানকালে একটি লোক মাথা ও দাড়ির কেশ অবিন্যস্ত অবস্থায় সেখানে প্রবেশ করল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাত দ্বারা তার দিকে ইশারা করলেন যেন সে তার মাথা ও দাড়ির কেশ বিন্যাস করে। সে ব্যক্তি তা করে ফিরে এলো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, শয়তানের মতো তোমাদের কোন ব্যক্তির এলোকেশে আসার চেয়ে এটা কি উত্তম নয়?[১৮]

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা :

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা শিষ্টাচারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ বলেন, **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ**, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন’ (বাক্বারাহ ২/২২২)। অন্যত্র তিনি বলেন, **فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ** - ‘সেখানে এমন সব লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হওয়াতে ভালবাসে। বস্তুতঃ আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন’ (তওবা ৯/১০৮)।

লাজুকতা :

লজ্জাশীলতা সভ্যতা ও মার্জিত রুচির পরিচায়ক। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন লজ্জাশীলতার মূর্ত প্রতীক। তিনি বলেন, **الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ**, ‘লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ’।[১৯]

জনসাধারণের সাথে উত্তম ব্যবহার :

জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার সাথে সুন্দর আচরণ করা ও ভাল কথা বলা, ভদ্র ও মার্জিত রুচির পরিচায়ক। সদাচরণ মানুষকে কাছে টানে। সদাচরণের বাস্তব উদাহরণ ছিলেন নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। এ ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা, **فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ** - ‘আর আল্লাহর রহমতেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি ককর্শভাষী ও কঠোর হৃদয়ের হ’তে তাহ’লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত’ (আলে ইমরান ৩/১৫৯)। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও প্রার্থনাকারীকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেওয়া শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণ। উম্মু বুজাইদ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! ভিক্ষুক আমার দরজায় দাঁড়ায়, আমার বাড়িতে কিছু না থাকায় আমি তার হাতে কিছু দিতে পারি না, এতে আমি লজ্জাবোধ করি।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, কিছু হ'লেও দাও'।[২০] এছাড়া আল্লাহ তা'আলা সাহায্যপ্রার্থীকে ধমকাতে নিষেধ করেছেন (যোহা ৯৩/১০)। অন্য আয়াতে অপারগ অবস্থায় কিছু দিতে না পারলে তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলার নির্দেশনা এসেছে (বনী ইস্রাঈল ১৭/২৮)।

ছোটদের আদর-স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান-শ্রদ্ধা করা ইসলামী শিষ্টাচার। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ - 'যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান বোঝে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[২১]

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, كُلُّ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ صَدَقَةٌ - 'প্রত্যেক ভালো কথাও ছাদাকা'।[২২] তিনি আরো বলেন, اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ - 'তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকো, একটি খেজুর দিয়ে হ'লেও। আর যদি তুমি সেটাও না পাও তাহ'লে উত্তম কথা দ্বারা হ'লেও (আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা কর)।[২৩]

সর্বোত্তম মানুষ সেই, যার দ্বারা মানবকল্যাণ সাধিত হয়। আর সেই প্রকৃত মানুষ যে তার ভাইকে উপস্থিত-অনুপস্থিত সর্বাবস্থায়ই রক্ষা করে। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ইবাদতের জন্য। আর মানবসেবা ও সৃষ্টির খেদমতও ইবাদত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, اَرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ - 'যমীনে যে আছে তার প্রতি তোমরা দয়া কর, আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন'।[২৪]

প্রতিটি সৎকাজই ছাদাকা :

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ - 'প্রতিটি সৎ কাজই ছাদাকা'।[২৫] তিনি আরো বলেন, عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ - 'প্রতিটি সৎ কাজই ছাদাকা'।[২৬] তিনি আরো বলেন, فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلْ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ. قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ. قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ. قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ - 'প্রত্যেক মুসলিমের ছাদাকা করা উচিত।

ছাহাবীগণ আরম্ভ করলেন, হে আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! কেউ যদি ছাদাক্বা দেওয়ার মত কিছু না পায়? তিনি বললেন, সে ব্যক্তি নিজ হাতে কাজ করবে এতে নিজেও লাভবান হবে, ছাদাক্বাও করতে পারবে। তারা বললেন, যদি এরও সামর্থ্য না থাকে? তিনি বললেন, কোন বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করবে। তারা বললেন, যদি এতটুকুরও সামর্থ্য না থাকে? তিনি বললেন, এ অবস্থায় সে যেন নেক আমল করে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে। এটা তার জন্য ছাদাক্বা বলে গণ্য হবে’।[২৬]

হাসিমুখে কথা বলা ও রাগ না করা :

মানুষের সাথে হাসিমুখে কথা বলা উচিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা মানুষের সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন।[২৭] একজন হাস্যোজ্জ্বল মানুষের সাথে যে কেউ কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। সেই সাথে রাগ পরিহার করবে। কেননা ক্রোধান্বিত হয়ে মানুষ অধিক ভুল করে থাকে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, قَالَ لَا تَغْضَبْ. فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ لَا، أَنَّنْ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْصِنِي. قَالَ لَا تَغْضَبْ. فَكَانَ يَنْفَضِبُ. ‘জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আরম্ভ করল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তুমি রাগ করো না। লোকটি কয়েকবার কথাটা পুনরাবৃত্তি করলে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেকবারই বললেন, রাগ করো না’।[২৮]

সুন্দর কথা বলা :

পৃথিবীতে যত আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা সুন্দর কথা দিয়েই হয়েছে। অসুন্দর কথা ও খারাপ ভাষা প্রয়োগ করে কোন আদর্শ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ভাল কথা দিয়ে সহজেই মানুষের মন জয় করা যায়। শ্রেষ্ঠ মনীষীরা সুভাষী ছিলেন। একটি সুন্দর কথা ভালো গাছের মতো, মাটিতে যার শিকড় বদ্ধমূল, আকাশে যার শাখা বিস্তৃত, যে গাছ অফুরন্ত ফল দান করে। তাই সুস্পষ্ট ভাষায় সুন্দরভাবে কথা বলতে হবে।

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা : প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ ও ভাল ব্যবহার করা একজন মুসলমানের অন্যতম কর্তব্য। সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা ও

সম্ভাব বজায় রাখা অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، أَوْ يُحِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَصِدُقْ حَدِيثَهُ، ‘যে ব্যক্তি এটা পসন্দ করে যে, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল তাকে ভালোবাসুক, সে যেন কথা বললে সত্য বলে, আমানত রাখা হলে তা পূর্ণ করে এবং স্বীয় প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করে’।[২৯]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ، ‘জিবরীল আমাকে প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করার জন্য এত বেশী উপদেশ দিতে থাকেন যে, আমি ভেবেছিলাম হয়তো প্রতিবেশীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে দিবেন’।[৩০]

তিনি আরো বলেন, لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتٌّ خِصَالٍ: يَعُوذُهُ إِذَا مَرَضَ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُسَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَنْصَحُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ- ‘এক মুমিনের উপর অপর মুমিনের ছয়টি অধিকার রয়েছে। যথা- অসুস্থ হ’লে তাকে দেখতে যাওয়া, মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত দিলে তা কবুল করা, সাক্ষাৎ হ’লে তাকে সালাম দেওয়া, হাঁচি দিলে জবাব দেওয়া এবং উপস্থিতিতে ও অনুপস্থিতিতে তার কল্যাণ কামনা করা’।[৩১]

পারস্পরিক দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে দেওয়া :

কোন লোকের মধ্যে দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হ’লে সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাকে ব্যক্তিগতভাবে বলতে হবে। যাতে সে সংশোধন হয়ে যায়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, الْمُؤْمِنُ مِرَاةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكْفُ- ‘এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়না স্বরূপ। এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই। তারা একে অপরকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং তার অনুপস্থিতিতে তাকে রক্ষা করে’।[৩২]

কু-ধারণা না করা :

অন্য মুসলিম ভাইয়ের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে হবে। তার প্রতি অযথা কু-ধারণা পোষণ করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ** ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা কোন কোন ধারণা পাপ’ (হুজুরাত ৪৯/১২)।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, **إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا** ‘তোমরা অনুমান করা থেকে সাবধান হও। কেননা অনুমান অবশ্যই সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যা। আর তোমরা অন্যের দোষ অন্বেষণ করো না, গুপ্তচরবৃত্তি করো না, পরস্পরের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করো না এবং পরস্পরের সাথে হিংসা করো না। পরস্পরের ক্ষতি করার জন্য পেছনে লেগে থেকে না। আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে যাও’।[৩৩]

সবার জন্য কল্যাণ কামনা করা :

এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য কল্যাণ কামনা করবে। আল্লাহ বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

‘তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব, তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে’ (আলে ইমরান ৩/১১০)। এখানে একজন মুসলমানকে সকল মানুষের কল্যাণ কামনার জন্য বলা হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, **الدِّينُ النَّصِيحَةُ فَلَنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ** -‘সদুপদেশ দেয়াই দীন। আমরা আরয় করলাম, কার জন্য উপদেশ? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের’।[৩৪] সুতরাং মানুষের কল্যাণ কামনায় তাকে উপদেশ দিতে হবে।

অপর ভাইকে সাহায্য-সহযোগিতা করা :

এক মুসলিম অপর মুসলিম ভাইকে সাধ্যমত সহযোগিতা করবে এটা ইসলামের শিক্ষা। এর ফলে সে আল্লাহর সাহায্যের হকদার হয়ে যাবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

‘যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে নিয়োজিত থাকে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণে ব্যস্ত থাকেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের একটি সমস্যা দূর করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার সমস্যাগুলির একটি সমস্যা দূর করে দিবেন’।[৩৫] তিনি আরো বলেন, انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا, ‘তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে অত্যাচারী হোক অথবা অত্যাচারিত হোক’।[৩৬] অর্থাৎ প্রতিবেশী যদি অত্যাচারী হয় তবে তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে সাহায্য করতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, ‘তোমরা সংকর্ষ ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর এবং পাপ ও সীমা লংঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করো না’ (মায়দাহ ৫/২)। সাহায্য ও ঋণ চাইলে দিতে হবে। প্রতিবেশী পরামর্শ চাইলে সুপরামর্শ দিতে হবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ, ‘যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের নিকট উপদেশ চাইবে, তখন সে যেন তাকে উপদেশ দান করে’।[৩৭]

অফিস-আদালতে শিষ্টাচার :

অনেক অফিস-আদালতে কর্তাব্যক্তি ছোটখাট কোন কারণে অধীনস্থদের হুমকি-ধমকি দিয়ে দমিয়ে রাখতে পসন্দ করে। ফলে অধঃস্তনের মনে সবসময় একটি অজানা ভীতি তাড়া করে ফিরে। কোন দোষ নেই, অপরাধ নেই তথাপিও অধীনস্থরা তাদের বড় ছাহেবের ভয়ে সর্বদা তটস্থ হয়ে থাকে। এতে কর্তাব্যক্তির ভুলের সংশোধন হওয়ার সুযোগ থাকে না। তাই প্রতিষ্ঠানও তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয় না। অথচ প্রতিষ্ঠান প্রধান যদি তার অধঃস্তনের সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন তাহলে অধীনস্থরা প্রাণ খুলে আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য দো‘আ করত। সবাই মিলেমিশে প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য কাজ করতে পারত।

মুমিনের জীবনাচার :

ইসলামে শিষ্টাচারকে ঈমানের অংশ বলা হয়েছে। ইসলাম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং জীবন যাপনের বিভিন্ন পর্যায়ে সার্বজনীন শিষ্টাচার বা আদব-কায়দা মেনে চলার নির্দেশনা দিয়েছে। মানুষের সেবা করা আমাদের দায়িত্ব। সুতরাং আমাদেরকে সাধ্যমত জনসেবা করা উচিত। সর্বোত্তম ব্যবহার, বিনয়ী আচরণ, সহযোগিতা ও পারস্পরিক সুসম্পর্কের মাধ্যমে সেবাদান নিশ্চিত করতে হবে। নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে সদা সচেতন থাকতে হবে।

মুসলমানের পরিচয় :

উত্তম মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সুন্দর। সেই পূর্ণ মুসলমান যার আচরণ সর্বোত্তম। যে ব্যক্তি লেনদেন ও কাজ-কারবারে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত, ওয়াদা পূর্ণ করে ও দায়িত্ব পালন করে; মানুষকে ধোঁকা দেয় না, আমানতের খেয়ানত করে না, মানুষের হক নষ্ট করে না, ওয়নে কম দেয় না, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং সূদ-ঘুষসহ যাবতীয় অবৈধ উপার্জন থেকে বিরত থাকে, সেই প্রকৃত মুসলমান। খাঁটি মুসলিম সেই ব্যক্তি যার জিহবা ও হাত থেকে অপর মানুষ নিরাপদে থাকে। কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্যে যা পসন্দ করে তার ভাইয়ের জন্যেও তা পসন্দ করবে।

উপসংহার :

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাহাবীদের সাথে ও তাঁর অধীনস্থদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন।[৩৮] আর মহান আল্লাহ রাসূলের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন (আহযাব ৩৩/২১)। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের উচিত জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ও অনুকরণ করা। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহপাঠী, কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী, যানবাহনে সহযাত্রী সহ ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সবার সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে শিষ্টাচার তথা উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

- [১]. আবুদাউদ হা/৪৭৭৬; মিশকাত হা/৫০৬০; ছহীছুল জামে' হা/১৯৯২-৯৩।
- [২]. ইছবাহানী, মুনতখাব; সাফরিঙ্গী, গিয়াউল আলবাব, ১/৩৬-৩৭।
- [৩]. ঐ, ফৎওয়া আল-মিছরিয়া, ১০/৩৫৯, 'আদব' অধ্যায়।
- [৪]. ইবনু আদিল বার্ব, আদাবুল মাজালিসাহ ওয়া হামদুল লিসান, (দারুছ ছাহাবাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯হিঃ/১৯৮৯খ্রিঃ), পৃঃ ৫৫; আল-মাওয়ারদী, আল-আদাবুল ওয়াযীর, (কায়রো : মাকতাবুল খানজী, (১৪১৪হিঃ/১৯৯৩খ্রিঃ), পৃঃ ৩১।
- [৫]. ড. আলী আব্দুল হামীদ, আত-তাহযীলুদ দিরাসী বিল ক্বাইয়েমিল ইসলামিয়াহ, (বৈরাত : ১ম প্রকাশ, ১৪৩০হিঃ/২০১০খ্রিঃ), পৃঃ ১৫৪; আল-কুরাফী, আল-ফুরাক, ৩/৯৬।
- [৬]. শরহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৫০৯৬; ছহীহাহ হা/৪৫; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৭৩।
- [৭]. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩০৮; ছহীছুল জামে' হা/৪৮১১।
- [৮]. বুখারী হা/৬০৩১; মিশকাত হা/৫৮১১।
- [৯]. বুখারী হা/৬০৩৮; মুসলিম হা/২৩০৯; মিশকাত হা/৫৮০১।
- [১০]. বুখারী হা/৬০২৯।
- [১১]. ছহীহাহ হা/৭৯২।
- [১২]. তিরমিযী হা/২০১৮; ছহীহাহ হা/৭৯১; ছহীছুল জামে' হা/২২০১।
- [১৩]. বুখারী হা/১২; মুসলিম হা/৩৯; মিশকাত হা/৪৬২৯।
- [১৪]. আবুদাউদ হা/৫১৯৭; মিশকাত হা/৪৬৪৬; ছহীহাহ হা/৩৩৮২।
- [১৫]. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪; ছহীছুল জামে' হা/৩০০৪; ইরওয়া হা/১৬০১।
- [১৬]. আবুদাউদ হা/৫০২৯; তিরমিযী হা/২৭৪৫; মিশকাত হা/৪৭৩৮।
- [১৭]. বুখারী হা/৪৮২৮; মিশকাত হা/১৫১২।
- [১৮]. মুওয়াত্ত্বা মালেক; ছহীহাহ হা/৪৯৩।
- [১৯]. বুখারী হা/২৪; মুসলিম হা/৩৬; মিশকাত হা/৫০৭৭।
- [২০]. আহমাদ হা/২৭১৯২; আবুদাউদ হা/১৬৬৭; তিরমিযী হা/৬৬৫;

মিশকাত/১৮৭৯।

[২১]. আবুদাউদ হা/৪৯৪৩; তিরমিযী হা/১৯২০; ছহীহ আত-তারগীর হা/১০০।

[২২]. ছহীহাহ হা/৫৭৬; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪২২।

[২৩]. বুখারী হা/৬০২৩, ৬৫৪০, ৬৫৬৩; মুসলিম হা/১০১৬; মিশকাত হা/৫৮৫৭।

[২৪]. আবুদাউদ হা/৪৯৪১; তিরমিযী হা/১৯২৪; মিশকাত হা/৪৯৬৯।

[২৫]. বুখারী হা/৬০২১; মুসলিম হা/১০০৫; মিশকাত হা/১৮৯৩।

[২৬]. বুখারী হা/১৪৪৫; মুসলিম হা/১০০৮; মিশকাত হা/১৮৯৫।

[২৭]. বুখারী হা/৩০৩৬; মুসলিম হা/২৪৭৫; তিরমিযী হা/৩৬৪১।

[২৮]. বুখারী হা/৬১১৬; তিরমিযী হা/২০২০; মিশকাত হা/৫১০৪।

[২৯]. বায়হাকী, শু‘আবুল ঈমান হা/১৪৪০; মিশকাত হা/৪৯৯০, সনদ ছহীহ।

[৩০]. বুখারী হা/৬০১৪-১৫; মুসলিম হা/২৬২৫; মিশকাত হা/৪৯৬৪।

[৩১]. তিরমিযী হা/২৭৩৭; নাসাঈ হা/১৯৩৮; মিশকাত হা/৪৬৩০।

[৩২]. আবুদাউদ হা/৪৯১৮; মিশকাত হা/৪৯৮৫; ছহীহাহ হা/৯২৬।

[৩৩]. বুখারী হা/৬০৬৪, ৬০৬৬; মুসলিম হা/২৫৬৩; মিশকাত হা/৫০২৮।

[৩৪]. বুখারী তা‘লীক; মুসলিম হা/৫৫; মিশকাত হা/৪৯৬৬।

[৩৫]. বুখারী হা/২৪৪২; মুসলিম হা/২৫৮০; মিশকাত হা/৪৯৫৮।

[৩৬]. বুখারী হা/২৪৪৩-৪৪; তিরমিযী হা/২২৫৫; মিশকাত হা/৪৯৫৭।

[৩৭]. বুখারী তা‘লীক; গায়াতুল মারাম হা/৩৩৩।

[৩৮]. বুখারী হা/৬০৩৮; মুসলিম হা/২৩০৯; মিশকাত হা/৫৮০১।

[Collected]

পোস্ট লিংক <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৬২০>

আকাবিরের মূল্যবান বাণী -14

[abudujanah](#)

Senior Member

১১-২৭-২০১৮

১৬: *- مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْجُو مِنْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَأَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ فَلْيَكُنْ عَمَلُهُ فِي السِّرِّ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي الْعَلَانِيَةِ

-الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى

১৬ - যে ব্যক্তি মৃত্যুর যন্ত্রণা ও কেয়ামত দিনের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পেতে চায় তার গোপন আমলের পরিমাণ যেন প্রকাশ্য আমলের চেয়ে বেশি হয়।
-ইমাম মালেক বিন আনাস রহ.

১৭ - سَأَلَ الْإِمَامُ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : هَلِ الْأَفْضَلُ الْمَجَاوِرَةُ بِمَكَّةَ أَوْ بِمَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ بِمَسْجِدِ الْأَقْصَى؟ أَوْ يَتَغَرَّمَنِ الثَّغُورَ لِأَجْلِ الْغَزْوِ؟

فَأَجَابَ : الْمُرَابِطَةُ بِالْثَّغُورِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَجَاوِرَةِ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أُنْمَةُ الْإِسْلَامِ عَامَةً مَا أَعْلَمَ فِي ذَلِكَ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ*، وَالْمُرَابِطَةُ فِي الثَّغُورِ فَرَضٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، إِمَّا عَلَى الْأَعْيَانِ، وَإِمَّا عَلَى الْكِفَايَةِ، وَأَمَّا الْمَجَاوِرَةُ فَلَيْسَتْ وَاجِبَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ

-مجموع الفتاوى : ٢٤/٢٧

১৭ - একবার শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.কে জিজ্ঞেস করা হয়, মক্কায় বা মদিনায় কিংবা মসজিদে আকসায় অবস্থান করে এবাদতে মশগুল হওয়া উত্তম? না, যুদ্ধের ময়দানে সীমান্ত পাহারা দেয়ার উদ্দেশ্যে সীমান্তে অবস্থান করা উত্তম? তিনি উত্তর দেন, সীমান্ত পাহারা দেয়ার উদ্দেশ্যে সীমান্তে অবস্থান করা করা উক্ত তিন মসজিদে অবস্থান করে এবাদতে মশগুল হওয়া অপেক্ষা বহুগুণ উত্তম। সকল ওলামায়ে কেরামের স্পষ্ট অভিমত এটাই। এ ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত আছে বলে আমার জানা নেই। কারণ, সীমান্তে অবস্থান করা মুসলমানদের ওপর

ফরয। হয় ফরযে আইন, না হয় ফরযে কেফায়া। পক্ষান্তরে উক্ত মসজিদগুলোতে অবস্থান করে এবাদতে মশগুল হওয়া কোনো অবস্থাতেই মুসলমানদের উপর ফরয নয়।

-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. মাজমুউল ফাতাওয়া : ২৪/২৭

١٨ - لَوْلَا أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يُدَاوِي عِبَادَهُ بِأَدْوِيَةِ الْمِحْنِ وَالْإِبْتِلَاءِ لَطَغَوْا وَبَغَوْا وَعَتَوْا ،
وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا سَقَاهُ دَوَاءً مِّنَ الْإِبْتِلَاءِ وَالْإِمْتِحَانِ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ
؛ يَسْتَفْرِغُ بِهِ مِنَ الْأَدْوَاءِ الْمُلْكَةِ ، حَتَّى إِذَا هَذَّبَهُ وَنَقَّاهُ وَصَفَّاهُ ؛ أَهْلَهُ لِأَشْرَفِ
مَرَاتِبِ الدُّنْيَا وَهِيَ* عُبُودِيَّتُهُ ، وَأَرْفَعَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَهُوَ رُؤْيَاهُ وَقُرْبُهُ

-الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى

[زَادُ الْمَعَادِ || ١٩٥ / ٤]

১৮ - আল্লাহ যদি তার বান্দাদেরকে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিপদ-আপদের ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা না করতেন তাহলে নিশ্চিত তারা চরম অবাধ্য ও সীমা লঙ্ঘনকারী হয়ে যেতো। আল্লাহ সুবহানাছওয়া তা'য়ালা যখন কোন বান্দার সাথে কল্যাণের ইচ্ছা করেন তখনই তাকে তার অবস্থানুপাতে বিভিন্ন পরীক্ষা ও বিপদ আপদের ঔষধ সেবন করান। এর মাধ্যমে তিনি তাকে ধ্বংসাত্মক নানান ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ দান করেন। পরিশেষে যখন তাকে পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত করে ফেলেন তখনই তাকে দুনিয়ার সর্বোচ্চ মর্যাদা তথা আল্লাহর 'প্রকৃত বান্দা' হওয়ার যোগ্য বানান এবং আখেরাতের সর্বোচ্চ প্রতিদান তথা আল্লাহর বিশেষ নৈকট্য ও তার দীদার লাভের উপযুক্ত বানান।

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.

যাদুল মা'আদ : ৪/১৯৫

১৯ - বর্তমান পরিস্থিতিতে জিহাদ ছাড়া দীনের অন্যান্য কাজগুলো হলো হাতির দাঁতের মতো। আকারে বড় ঠিকই। কিন্তু 'শো' ছাড়া ওটা দিয়ে কাজের কাজ (খাওয়া) কিছুই হয় না।

-শাইখুল হাদিস আবু ইমরান হাফি.

২০ - أعظم الناس بركة في ماله أكثرهم صدقة ، ففي الحديث قال ﷺ : ما نقصت صدقت من مال

*وفي الحديث القدسي : يا بن آدم ! انفق انفق عليك.

২০ - সেই ব্যক্তির সম্পদেই সবচেয়ে বেশি বরকত হয় যে সবচেয়ে বেশি দান-সদকা করে। হাদিসে এসেছে, দান-সদকার কারণে কখনও সম্পদ কমে না। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি খরচ করো তাহলে আমিও তোমার ওপর খরচ করবো।

- শাইখ আব্দুল আজিজ আত তারিফী ফাঙ্কাল্লাহু আসরাহু

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৬২৬>

দুটি শিক্ষণীয় ঘটনা

আবু বকর সিদ্দিক

Member

১২-০২-২০১৮

দুটি শিক্ষণীয় ঘটনা

১.

একজন তালিবুল ইলম ইমাম আবু ইয়ালা হাম্বলির কাছে এসে হাম্বলি মাযহাব শেখার আগ্রহ প্রকাশ করলো। ইমাম আবু ইয়ালা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার বাড়ি কোথায়?’ সে তার ঠিকানা জানালো। এরপর ইমাম যা বললেন, তা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো।

‘তোমার শহরের অধিবাসীরা সকলে শাফেয়ি মাযহাব অধ্যয়ন করে। তুমি তা থেকে সরে গিয়ে আমাদের মাযহাবের দিকে কেন ঝুঁকলে?’

সে বললো, ‘আমি আমার মাযহাব থেকে সরেছি শুধুই আপনার প্রতি আগ্রহী হয়ে।’

তখন কাজি আবু ইয়ালা বললেন, ‘এটা ঠিক হবে না। কারণ যখন তুমি তোমার শহরে ইমাম আহমাদের মাযহাবের ওপর থাকবে আর দেশের বাকি অধিবাসীরা শাফেয়ি মাযহাবের ওপর থাকবে, তখন তুমি এমন কাউকে পাবে না, যে তোমার সাথে পাঠ পুনরাবৃত্তি করবে কিংবা তোমরা একজন আরেকজনকে পড়ে শোনাবে। আর তুমি এরই উপযুক্ত হবে যে, তুমি বিরোধ উসকে দেবে এবং বিবাদের সূত্রপাত করবে। বরং তোমার শাফেয়ি মাযহাবের ওপর থাকা, যেহেতু তোমার শহরের অধিবাসীরা তার ওপর রয়েছে, অধিক উপযুক্ত।’

এরপর তিনি তাকে শাইখ আবু ইসহাকের সান্নিধ্যে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন এবং তার পরামর্শ মোতাবেক সে চলেও গেলো। {আল-মুসাওয়াদা ফি-উসুলিল ফিকহ: ৫৪১}

২.

খলিফা আবু জাফর মানসুর ইমাম মালিকের সামনে মুয়াত্তা পেশ করে এ দাবি

জানালেন যে, তিনি সারাদেশে এটাকে ব্যাপক করে দিতে চান এবং বিচারক ও মুফতিদের এর আলোকে বিচার করা এবং ফতোয়া প্রদানে বাধ্য করতে চান। তার সেই দাবির জবাবে ইমাম মালিক বলেন,

‘হে আমিরুল মুমিনিन, আপনি এমনটা করবেন না। কারণ, মানুষের কাছে পূর্বেই অনেক ধরনের বক্তব্য পৌঁছে গেছে, তারা অনেক হাদিস শুনেছে, প্রত্যেক সম্প্রদায় তা-ই গ্রহণ করেছে, যা তাদের কাছে পূর্বে পৌঁছেছে এবং তারা এর আলোকেই আমল করেছে আর তারা এগুলো দীন হিসেবে গ্রহণ করেছে (বা এর সামনে নতি স্বীকার করেছে) রাসুলুল্লাহ সা.-এর সাহাবিগণের ইখতিলাফ থেকেই। তারা যে আকিদার ওপর রয়েছে, তাদের তা থেকে সরানোর পরিণাম ভয়াবহ (বা তাদের তা থেকে সরানো দুর্ভাগ্য)। সুতরাং মানুষকে তা-সহই ছেড়ে দিন, যার ওপর তারা রয়েছে এবং প্রত্যেক দেশের অধিবাসীরা তাদের নিজেদের জন্য যা গ্রহণ করেছে।’ {তারিখুত তাবারি: ১১/৬৬০; আল-ইনতিকাহ: ৪১}

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৬৬০>

আকাবিরের মূল্যবান বাণী -15

[abudujanah](#)

Senior Member

১২-১০-২০১৮

২১ - قال أبو عثمان الحيري رحمه الله تعالى * : الخوف من الله يوصلك إلى الله والكبر والعجب في نفسك يقطعك عن الله ، واحتقار الناس في نفسك مرض لا يداوى.

-حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني (10 / 245).

২১ - আল্লাহর ভয় আপনাকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। অহংকার ও আত্মসন্ত্রস্ততা আপনাকে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। অন্যকে তুচ্ছ মনে করা এমন এক ব্যাধি যার চিকিৎসা দুষ্কর।

-হযরত আবু ওসমান আল হিরী রহ.

হিলয়াতুল আউলিয়া : ১০/২৪৫

২২ - كان إبراهيم بن بن أدهم* رحمه الله تعالى يقول

﴿كنت في بطن أمي وحدي ،

﴿وخرجت إلى الدنيا وحدي ،

﴿وأموت وحدي ،

﴿وأدخل قبري وحدي ،

﴿وأسأل وحدي ،

﴿وابعث من قبري وحدي ،

﴿وَأَحَاسِبُ وَحْدِي﴾ ،

﴿فَإِنْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ دَخَلْتُ وَحْدِي﴾ ،

﴿وَإِنْ دَخَلْتُ النَّارَ دَخَلْتُ وَحْدِي!﴾

﴿فَفِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ لَا يَنْفَعُنِي أَحَدٌ ، فَمَالِي وَلِلنَّاسِ﴾

২২ - হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম রহ. বলতেন, আমি মায়ের গর্ভে ছিলাম একা। দুনিয়াতে এসেছি একা। মরবো একা। কবরে যাবো একা। কবরে উত্তর দিতে হবে একা। কবর থেকে উঠবো একা। হিসাব দিতে হবে একা। জান্নাতী হলে জান্নাতে যাবো একা। জাহান্নামী হলে জাহান্নামে যাবো একা। এসব জয়গায় কেউ আমার কোনও উপকারে আসেনি। আসবেও না। অতএব মানুষের সাথে এতো সম্পর্ক করে আমার কী লাভ?

২৩ - من دلائل رقة قلب المؤمن أن يتوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر ، حتى كأنه هو الذي عثر بها ، ولا يشمت به .

- الامام ابن القيم رحمه الله

*مدارج السالكين : ১/৪৩৬

২৩ - কারো অন্তর নরম হওয়ার অন্যতম একটি প্রমাণ হল, তার কোনো মুমিন ভাই পদস্থলনের শিকার হলে সে নিজের অন্তরে কষ্ট অনুভব করে। যেন সে নিজেই পদস্থলনের শিকার হয়েছে। সে কখনও তার ভাইয়ের বিপদে আনন্দিত হয় না।

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.

মাদারিজুস সালিকীন : ৪৩৬/১

*﴿الرَّحْمَنُ (۱) عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾

*. لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ السُّورَةُ لِنَعْدَادِ نِعْمِهِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ قَدَّمَ النِّعْمَةَ الَّتِي هِيَ أَجْلُهَا قَدْرًا ، وَأَكْثَرُهَا نَفْعًا ، وَأَتَمُّهَا فَائِدَةً ، وَأَعْظَمُهَا عَائِدَةً : وَهِيَ نِعْمَةُ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

فَإِنَّهَا مَدَارُ سَعَادَةِ الدَّارَيْنِ ، وَقُطْبُ رَحَى الْخَيْرَيْنِ ، وَعِمَادُ الْأُمُورِ

- الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى

২৪ - করনাময় আল্লাহ। তিনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষ সৃষ্টি করেছেন।
সূরা আর রহমান :১-৩

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে যতো নেয়ামত দিয়েছেন এ সূরায় (সূরা আর রহমানে) তিনি তা উল্লেখ করেছেন। ওসব নেয়ামতের মধ্যে যে নেয়ামতটি সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে উপকারী, যার উপকারিতা পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক তা হল, কোরআন শিক্ষা দানের নেয়ামত। এ নেয়ামতের কথা তিনি অন্য সব নেয়ামতের আগে (সূরার একদম শুরুতে এমনকি মানুষকে সৃষ্টি করার কথা বলারও আগে) উল্লেখ করেছেন। এর কারণ, এ নেয়ামতটিই হল ইহকাল ও পরকালের সৌভাগ্যের মূলভিত্তি এবং উভয় জগতের কল্যাণের বুনিয়াদ ও কেন্দ্রবিন্দু।

- ইমাম শাওকানী রহ.

২৫ - একজন মুমিনের জীবন সৈনিকের জীবনের মতো হওয়া চাই। রাজা-বাদশাহদের মতো নয়। সত্যিকার মুমিনরা দুনিয়ায় অল্প কিছু দিন সৈনিক সুলভ জীবন কাটিয়ে পরকালের চিরস্থায়ী 'শাহী জীবন' লাভ করে। আর এটাই হল সত্যিকারের বুদ্ধিমত্তা।

-শাইখুল হাদিস আবু ইমরান হাফি.

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৭৩৩>

কয়েকটি ঘোড়া ও একটি ছাগল

মো আলি

Senior Member

১২-১৪-২০১৮

কয়েকটি ঘোড়া ও একটি ছাগল ছিলো.... একদিন ঘোড়াটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি একজন পশুচিকিৎসককে ডেকে আনলেন। পরীক্ষা করে চিকিৎসক বললেন ঘোড়াটি ভাইরাস আক্রান্ত, আমি তিনদিনের ঔষধ দিচ্ছি। তিনদিন পর যদি দেখি অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না তবে ঘোড়াটিকে তখন মেরে ফেলতে হবে। আর তা না হলে চারদিক ভাইরাস ছড়িয়ে পড়বে! কাছে থাকা ছাগলটি তাদের এই কথাবার্তা সব শুনলো। পরদিন ঘোড়াটিকে ঔষধ দেয়ার পর ছাগলটি তার কাছে এসে বললো শক্তি অর্জন করো বন্ধু, উঠে দাঁড়াও.. তা না হলে কিন্তু ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে!

দ্বিতীয় দিনেও যখন ওরা ঔষধ দিয়ে চলে গেল তখন ছাগলটি ঘোড়ার কাছে এসে বললো আরে দোস্ট উঠে দাঁড়াও, তা না হলে তো তুমি মারা পড়বে! দেখি, আমি তোমাকে সাহায্য করছি। ওঠো ওঠো... এক, দুই, তিন....

তৃতীয় দিনে ঘোড়াটিকে ঔষধ দেয়ার পর ডাক্তার কৃষককে বললেন ভাগ্য খারাপই মনে হচ্ছে। কালকে বোধ হয় এটাকে মেরেই ফেলতে হবে। তা না হলে ভাইরাস চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, অন্য ঘোড়াগুলোও তাতে আক্রান্ত হবে। এ কথা বলে তারা চলে যাবার পর ছাগলটি ঘোড়ার কাছে এসে বললো শোনো দোস্ট, এখনই শেষ সময়, আর সুযোগ পাবে না। উঠে দাঁড়াও, সাহস অর্জন করো, মনে শক্তি আনো, ওঠো, উঠে দাঁড়াও! এই তো..গুড... ধীরে ধীরে...দারুন... এবার হাঁটো দেখি...

ওয়ান, টু, থ্রি... ওয়াও! বেশ পারছো, এবার দৌড়াও, হ্যাঁ জোরে, আরো জোরে! ইয়েস, তুমি পেরেছো, তুমিই চ্যাম্পিয়ন!!!

হঠাৎ কৃষকটি ঘোড়ার কাছে এলো আর দেখলো ঘোড়াটি দৌড়ে মাঠের দিকে চলে যাচ্ছে। তিনি আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন আরে, এটা একটা অলৌকিক ব্যাপার!

আমার ঘোড়াটি শুস্থ হয়ে গেছে। আমি একটা বিরাট পার্টি দেবো। কাল আমরা এই ছাগলটিকে জবাই করবো, এটা দিয়ে মজা করে ভুরিভোজ করবো।

শিক্ষা : এ ধরনের ঘটনা আমাদের জীবনে ও কর্মক্ষেত্রে প্রায়ই ঘটে থাকে। সত্যিকার অর্থে অনেক সময় কেউই জানতে পারে না আসলে কোন কর্মচারী বা ব্যক্তি সাফল্যের মূল নায়ক, কে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য অথবা এই সফলতার পেছনে কে অবদান রেখেছে বা দরকারী সাপোর্ট দিয়েছে। যদি কেউ কখনও আপনাকে বলে আপনার কাজটি খুব একটা প্রফেশনাল নয়, মনে রাখুন : অপেশাদাররাই কিন্তু নূহ নবীর নৌকা তৈরী করেছিল (যেটা সকল প্রজাতির জীবন রক্ষা করেছিল) এবং দক্ষ পেশাদাররাই নির্মাণ করেছিল টাইটানিক (যেখানে সবার করুণ মৃত্যু হয়েছিল)।

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৭৭৫>

আকাবিরের মূল্যবান বাণী : 16

[abudujanah](#)

Senior Member

১২-১৫-২০১৮

*২৬ : হযরত আলী রাযি. বলতেন,

استنزل الرزق بالصدقة.

দান সদকা করার মাধ্যমে (আকাশ থেকে তোমার) রিযিক নামিয়ে নাও।

২৭ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. বলেন-

لا يقلدن* أحدكم* دينه* رجلا* إن* آمن* آمن* وإن* كفر* كفر*
فإنه* لا* أسوة* في* الشر*

তোমাদের কেউ যেন তার দ্বীনের ক্ষেত্রে কারো অন্ধ অনুসরণ না করে। ওই ব্যক্তি ঈমান আনলে সেও ঈমান আনে। সে কুফুরি করলে সেও কুফুরি করে। কারণ, মন্দের ব্যাপারে কারো অনুসরণ করা যায় না।

-ইলামুল মুআকিয়ীন : ২/১৭৬

الزاهد الذي إن أصاب الدنيا لم يفرح وإن أصابته الدنيا لم يحزن

.২৮ : সত্যিকার দুনিয়া ত্যাগকারী সে-ই যে দুনিয়া (র ধনদৌলত ও মান মর্যাদা)

পেলেও তেমন খুশি হয় না। ছুটে গেলেও তেমন ব্যথিত হয় না।

-ইবনুস সিমাক রহ.

*العمل بغير اخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه .

২৯ : ইখলাস ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা ছাড়া আমল করার দৃষ্টান্ত হল এমন, যেমন কোন মুসাফির বালি দিয়ে ব্যাগ ভর্তি করে বয়ে নিচ্ছে। যা তার কোনোই উপকারে আসবে না।

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.

আল ফাওয়ায়েদ : ৬৭

৩০ : জিহাদের প্রয়োজনে উপার্জনের বাহ্যিক আসবাব ত্যাগ করে দুনিয়াদারদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা এবং কষ্ট স্বীকার করা, এটাও এক প্রকার হিজরত। শাইখুল হাদিস আবু ইমরান হাফি.

❦❦

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৭৮৩>

আকাবিরের মূল্যবান বাণী : 17

[abudujanah](#)

Senior Member

১২-২১-২০১৮

كان ابن هبيرة رحمه الله يقول : من مكائد الشيطان تنفيره عباد الله من تدبر القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر
- . ذيل طبقات الحنابلة

৩১ : কোরআনে কারিমের তাদাব্বুর করা থেকে (বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তাভাবনা) আল্লাহর বান্দাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা শয়তানের একটি চক্রান্ত। কারণ, সে জানে কোরআনের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে তারা হেদায়েত পেয়ে- যাবে।
-হযরত ইবনে হ্বায়রা রহ.

যাইলু তাবাকাতিল হানাবেলা

إن صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك
-الامام جعفر الصادق رحمه الله.

৩২ : আপনি যখন রোজা রাখেন তখন আপনার কান, চোখ ও জিহ্বাও যেন রোজা রাখে।

-হযরত জাফর সাদেক রহ.

*قال مالك بن دينار: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها

কিল : وما هو ؟

قال : معرفة الله تعالى

-سير أعلام النبلاء للذهبي (5 / 363

৩৩ : হযরত মালেক বিন দিনার রহবলতেন ., দুনিয়াদাররা দুনিয়া থেকে চলে গেছে, দুনিয়ার সবচেয়ে আনন্দদায়ক বস্তুটির স্বাদ তারা আস্বাদন করতে পারনি। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, সেটি কি? তিনি উত্তর দেন, আল্লাহ তাআলার মারফাত।

-সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৫/৩৬৩

.....

*قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله : الله يُحب أن يسأله العبادُ جميعَ مصالحِ دينهم ودنياهم، من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة؛ فإنَّ كل ما يحتاج العبدُ إليه إذا سألَه من الله فقد أظهر حاجتَه وافتقاره إلى الله؛ وذلك يحبه الله

[*جامع العلوم والحكم: 2/38]

৩৪ : আল্লাহ তাআলা চান, বান্দারা তাঁর কাছে হেদায়েত ও মাগফেরাত যেমন চেয়ে থাকে তেমনি ভাবে তাদের দুনিয়ার সকল প্রয়োজনীয় জিনিসও তাঁর কাছে চাক। যেমন, খাবার দাবার, পানীয়, পোশাক আশাক ইত্যাদি। কারণ, বান্দার যা যা প্রয়োজন সে যখন আল্লাহর কাছে তা চায় তখন সে আল্লাহর সামনে নিজের হীনতা ও অভাবের কথা প্রকাশ করে। আর এটি আল্লাহ খুবই পছন্দ করেন। -ইবনে রজব হাম্বলী রহ.

জামে'উল উলূম ওয়াল হিকাম : ২/৩৮*

৩৫ : সামান্য কৃচ্ছতা ভাল, এতে অর্থ সাশ্রয়ের পাশাপাশি ভাল জিনিস নির্বাচনের অনর্থক টেনশন থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। পাশাপাশি নিজের চিরস্থায়ী শাহী যিন্দেগীর জন্য কিছু জমা করারও সুযোগ হয়।

-শাইখুল হাদিস আবু ইমরান হাফি.

..... ❁

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৮৪৪>

অন্তরে প্রশান্তি লাভের পরিস্থিতি একটি আমল

[abudujanah](#)

Senior Member

১২-৩১-২০১৮

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور: قرأ آيات السكينة ، وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه : فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي : اقرأوا آيات السكينة ، قال : ثم أفلع عني ذلك الحال ، وجلست وما بي قَلْبَةٌ

يقول ابن القيم رحمه الله* : وقد جربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يرد عليه ، فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته.
-مدارج السالكين : ২/৫.২*

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. যখনই কোনো কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতেন তখন আয়াতে সাকিনাগুলো তেলাওয়াত করতেন। আমি তাঁর অসুস্থতার সময়কার একটি ঘটনা প্রসঙ্গে তাঁকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যখন আমার অবস্থা খুব বেশি খারাপ হয়ে যায় তখন আশ পাশে বসা আমার আত্মীয় স্বজনকে বললাম, আপনারা আয়াতে সাকিনাগুলো তেলাওয়াত করুন। শাইখুল ইসলাম রহ. বলেন, আয়াতগুলো তেলাওয়াত করার পর আমার ওই অবস্থা একদম চলে যায়। আমি উঠে বসি, মনে হচ্ছিল যেন আমার কিছুই হয়নি।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, আমারও অভিজ্ঞতা এমনই, অন্তরের অস্থিরতার সময় যখনই আমি আয়াতগুলো পড়েছি অন্তরে আশ্চর্যজনক স্থিরতা ও প্রশান্তি লাভ করেছি।

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. মাদারিজুস সালিকীন : ২/৫০২

آيات السكينة - আয়াতে সাকিনা

১ - وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ . سورة البقرة : ২৪৮

বনি ইসরাইলকে তাদের নবী বললেন, তালুতের নেতৃত্বের চিহ্ন হল, তোমাদের কাছে একটি সিন্দুক আসবে। তাতে থাকবে তোমাদের পালকর্তার পক্ষ থেকে সাকিনা-প্রশান্তি*আর থাকবে মূসা, হারুন এবং তাঁদের সন্তানবর্গের রেখে যাওয়া কিছু সামগ্রী। ফেরেশতারা সিন্দুকটি বয়ে আনবে। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে এতে তোমাদের জন্য নিশ্চিতই পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে। সূরা বাকারা : ২৪৮

২ - ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ . سورة التوبة : ২৬

এরপর আল্লাহ তাঁর রসূল ও মুমিনদের প্রতি সাকিনা-প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন এবং এমন সেনাবাহিনী অবতীর্ণ করেন যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি। আর কাফেরদেরকে শাস্তি প্রদান করেন এবং এটিই হল কাফেরদের কর্মফল। সূরা তাওবা : ২৬

৩ - إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۚ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . سورة التوبة : ৪০

তোমরা যদি তাঁকে (রসূলকে) সাহায্য না করো তবে মনে রেখো, আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন, যখন কাফেররা তাঁকে বের করে দিয়েছিল। তখন তিনি ছিলেন দু'জনের একজন। যখন তাঁরা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন, চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি সাকিনা-প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠান, যা তোমরা দেখনি। আল্লাহ কাফেরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সदा সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। সূরা তাওবা : ৪০

٤ - هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۖ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا . سورة الفتح : ٤

তিনি মুমিনদের অন্তরে সাকিনা-প্রশান্তি নাযিল করেন, যেন তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বৃদ্ধি পায়। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। সূরা ফাতাহ : ৪

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৯২৯>

গোপন গুনাহ : মৃত্যুর সময় করুণ পরিণতি ডেকে আনতে পারে

[abudujanah](#)

Senior Member

১২-৩০-২০১৮

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

আল্লাহ চোখের খেয়ানত এবং অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। সূরা গাফির : ১৯

*وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.

আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি। তার নফস তাকে যে কুমন্ত্রনা দেয় তা আমি জানি। আর আমি তার গলার শিরা থেকেও নিকটবর্তী। সূরা কাফ : ১৬

*يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا.

তারা মানুষের কাছ থেকে নিজেকে গোপন করে আর আল্লাহর কাছ থেকে গোপন করে না অথচ তিনি তাদের সাথেই থাকেন, যখন তারা রাতের বেলা এমন কথার পরিকল্পনা করে যা আল্লাহ পছন্দ করেন না। তারা যা করছে আল্লাহ সবই বেষ্টন করে আছেন। সূরা নিসা : ১০৮

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اتَّقِ اللَّهَ *حيثُ* ما كنتَ.

তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় করো।

জামে তিরমিযী : ১৯৮৭

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন,

أجمع العارفون بالله ان ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، وأن عبادات
الخفاء هي أعظم أسباب الثبات

সকল আউলিয়ায়ে কেরাম একমত যে, বান্দার 'গোপন গুনাহ' দ্বীনের পথে তার
পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ এবং 'গোপন ইবাদত' দ্বীনের পথে তার অবিচল থাকার
অন্যতম উপায়।

হযরত বেলাল বিন সাদ রহ. বলেন,

*لا تكن لله ولية في العلانية وعدوه في السر.

তুমি প্রকাশ্যে আল্লাহর ওলি আর গোপনে তাঁর দুশমন হয়ো না।

ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহ. বলেন,

*خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس

মৃত্যুর সময় অশুভ পরিণতির কারণ বান্দার 'গোপন গুনাহ' যা সম্পর্কে মানুষ
জানে না।

সালাফদের মধ্যে কোন এক বুয়ুর্গ বলতেন,

*إياك أن تكون عدوا لبليليس في العلانية وصديقا له في السر

.সাবধান! এমন যেন না হয় যে, তুমি প্রকাশ্যে ইবলিসের দুশমন আর গোপনে
তার বন্ধু।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ.*

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আপনার ভয়
কামনা করি। সহী ইবনে হিব্বান : ১৯৭১

اللَّهُمَّ أَقْسِمُ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ* مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার এ পরিমাণ ভয় দান করুন যা আমাদের মাঝে এবং আপনার নাফরমানীর মাঝে অন্তরায় হবে। জামে তিরমিযী : ৩৫০২

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৯২৫>
